মলিন-মুকুল।

(বিয়োগান্ত নাট্যগীতি।)

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
১ নং দাওয়ান্স লেন, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট,
চৈতন্য প্রেসে
শ্রীরামদয়াল আঢ্য দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৪ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

উপহার।

পরম প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু কুমারকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু।

ভাই কুমার!

বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ আমার "মলিন-মুকুল"কে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। তুমি ইহা পাঠ করিয়া, কিঞ্চিৎমাত্র সুখী হইলেও আমার সকল শ্রম সার্থক বোধ হইবে।

শ্যামবাজার,
১৩০৪।

তোমার—
রাজকৃষ্ণ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

—✱—

পুরুষগণ।

মলিন ... ... অযোধ্যার রাজা।

মুকুল ... ... মলিনের সহোদর।

মনোহর ... ... মুকুলের বন্ধু।

সৈনিকগণ।

—

স্ত্রীগণ।

পারুল ... ... কামরূপের রাণী।

ভালবাসা (আনন্দ) ... { কনোজের রাজকুমারী, মলিনের স্ত্রী।

মালা ... ... ভালবাসার সখী।

অন্যান্য সখিগণ ও কামরূপের কামিনীগণ।

—

মলিন-মুকুল।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কামরূপ—প্রমোদ উদ্যান।

পারুল ও সখিগণ।

গীত।

সখিগণ। ফুল। তোর চাইনে হাসি আর।
এ চাঁদমুখের দেখিয়ে হাসি, গুমোর তোর ভাঙ্‌বো লো এবার,
এখন হাস্ত বনে বনে, লুকিয়ে হাসিস্ মনে মনে,
মুখটি চেপে থাকিস্ লো সব, হাসিস্ নেকো আর,
প্রাণভরে সব নিস্‌লো শিখে, সখীর হাসির সুধার ধার॥

(মনোহরের প্রবেশ।)

পারুল। কে তুমি? হেথা কেন? কে তোমায় হেথা আস্‌তে দিলে?

মন। এখন থাম, গোলমাল করো না, আমি লুকিয়ে এখানে এসেছি, আমি এখন যা বলি, তাই যদি কর্‌তে পার, তা হ'লে

তোমারও ভাল হবে, আমারও ভাল হবে; আমি কে—আর কেন বা এসেছি, তা একটু পরেই জান্‌তে পার্‌বে।

পারুল। তোমার কি অভিসন্ধি আছে, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, তুমি আগে বল যে, তোমার উদ্দেশ্য কি? তার পর যা হয় হবে।

মন। আহা! তুমি কেন এত গোলযোগ কচ্ছো; আমি তোমারই ভালোর জন্যে এসেছি।

১ম স। ভাল! সখি, শোনই না, উনি কি ব'ল্‌ছেন্, শুন্‌তে আর দোষ কি?

মন। না, শুধু শুন্‌লেই হবে না, কাজেও করা চাই, তা না হলে হবে না।

১ম স। আচ্ছা—কি তুমি বল্‌ছ, বল।

মন। বলি,—কিন্তু পার্‌বে ত?

২য় স। তুমি বলই না?

মন। তা তোমরা বেশ পার্‌বে, আমি দেখেই বিলক্ষণ বুঝে নিয়েছি; এখন বলি শোন।

১ম স। বল।

মন। দেখ, আমার পেছনে পেছনে যে একটা ছোড়া আস্‌ছে, সে আমার বন্ধু, আমার প্রাণের ইয়ার; সে যে কে, তা, তোমায় পরে বল্‌বো। এখন শোন, তাকে যদি তোমরা ধরে রাখ্‌তে পার, তা' হ'লে তোমাদেরও কিস্তি, আর আমারও কিস্তি।

পারুল। ছি! তুমি এ কি কথা বল।

১ম স। সখি! শোনই না, লোকটা কি বলে, তার পর বোঝা যাবে।

২য় স। কেন, আর কি তুমি লোক পেলে না?

মন। দেখ. সে বড় একরোকা লোক, তাতে আবার একটু পাগলামীর ছিট্‌ও আছে, তাইতেই ত মাটি! নইলে আর এতদিন ভাবনা ছিল? কোন ছুঁড়ীই তাকে ফাঁদে ফেল্‌তে পারেনি, অনেক আঁচ করে তোমাদেব এখানে এসেছি। যাহোক, সে যাতে তোমাদের ফাঁদে পড়ে, তাই কব্‌বে।

২য় স। আচ্ছা, তাই হবে, তার আর ভয় কি?

মন। তা আমি আগে জেনেই এখানে এসেছি, এ কি যে সে'দেশ, পীঠস্থান কামরূপ, এখানে তাকে মজ্‌তেই হবে। সে আঁমার পেছনে পেছনে আস্‌ছে, বোধ হয়. এখনি আস্‌বে, আমি যাই; দেখো, এ কথা সে যেন ঘুণাক্ষরেও না টের পায়।

২য় স। সে ভয় আর কব্‌তে হবে না।

[মনোহরেব প্রস্থান।

পাকল। সখি! এর কি গূঢ় অভিপ্রায়, তা বুঝ্‌তে পাব্‌লেম না; বোধ হয়, ভেতরে কিছু আছে।

১ম স। আমিও সখি, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, তাকে মজিয়ে ও মিন্সের লাভ কি? বোধ হয়, সে কোন বড় লোকের ছেলে। তা যাই হোক, আমাদের আর ক্ষতি কি? যদি মনের মতন হয়, তো সখি, তুমি তাকেই বে করে ফেলো, তুমিও তো এখনো আইবুড়ো, তাতে আর দোষ কি?

২য় স। সখি! বেশ বলেছিস্‌ তা সখীর যদি না পছন্দ হয়, তা হলে আমরাও তো আছি; কিন্তু ভাই, লোকটা বলে গেল, ওর কথাটা রাখ্‌তে হবে।

১ম স। তাতে আর দোষ কি?

পারুল। ছি সখি! ও কি কথা বল, ও রহস্য তোমার রেখে দাও। একটা পথের ভিখারী আমার স্বামী হবে? সখি! চিরকাল অবিবাহিত থাক্‌বো, তাও ভাল!

১ম স। না সখি, আমি তা বলিনি; যদি তোমার তাকে মনে ধরে, তাই ভেবেই বের কথা বল্‌ছিলেম।

পারুল। মনে ধব্‌লেও একটা রাস্তার ভিক্ষুককে কখন পতি বলে নিতে পার্‌বো না।

১ম স। ক্ষমা কর ভাই, আমি ঠাট্টা করে ও কথা বলেছি।

নেপথ্যে গীত গাহিতে গাহিতে মুকুলের প্রবেশ।)

আমি রাজার ছেলে ছিলাম ওগো—
কব্‌লে মোরে বনবাসী।

পারুল। এ কি! এ যে রাজার ছেলে বলে।

১ম স। দেখ্‌লে সখি! আমরা কি আর মিথ্যে বকি।

পারুল। আশ্চর্য্য নয়, সত্যিই তো রাজার ছেলে বলে বোধ হচ্ছে। আহা! কি সুন্দর মনোহর মূর্ত্তি, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত, ভস্মমেখে সন্ন্যাসীবেশে কেঁদে বেড়াচ্ছে কেন? এ কি! প্রাণ মন কেন আমার এমন হয়ে গেল? এ কি! হৃদয় উচাটন হয়ে সন্ন্যাসীকে প্রাণ মন ঢেলে দিচ্ছে কেন? এতদিন পরে কঠিন হৃদয় ভালবাসামেখে সন্ন্যাসিনী হতে চাচ্ছে কেন? আর আমি আমার নই। সন্ন্যাসি! আজ হতে তুমি আমার হলে, এ শূন্যহৃদয়ে আজ তোমার প্রেমের প্রতিমা বসালেম। দেখি, তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারি কি না? তোমার প্রাণের কষ্ট দূরে ফেলে দিতে পারি কি না?

১ম স। দেখ্‌লো দেখ্‌—রঙ্গটা দেখ।

২য় স। তাইতো লো, সখীর যে আর তর্‌ সয় না।

মুকুল।　　আমি রাজার ছেলে ছিলাম ওগো—
　　　　কর্‌লে মোরে বনবাসী।

পারুল। সন্ন্যাসি! তুমি রাজার ছেলে বলছো, তবে তোমার সন্ন্যাসীবেশ কেন? কেই বা তোমায় বনবাসী করেছে?

মুকুল। বল্‌বো?—না, সে কথা আর বল্‌বো না। আমার প্রাণ কেমন কেমন কচ্ছে কৈ কৈ, সখা কোথায় গেল?

পারুল। (স্বগত) আহা! কোন্ নিষ্ঠুর এ সরলতামাখা প্রাণের উপর মলিনতা ছড়িয়ে দেছে? (প্রকাশ্যে) সন্ন্যাসি! সন্ন্যাসি! ভয় নাই, তোমার সে সব কথা বল্‌তে হবে না। এস তুমি, এই গাছতলাটীতে বস, বড় শ্রান্ত হয়েছ, আমি তোমায় আচল দিয়ে বাতাস করি; সখা তোমার এখনি আস্‌বে।

মুকুল। সখা এখনি আস্‌বে তবে বসি। (বসিতে যাইয়া) না, বস্‌বো না—আমি যাই। তোমার কাছে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে, হয়তো তোমায় দেখে ভুলে যাব, হয়তো তোমায় ভালবেসে ফেল্‌বো—শেষে কি আবার কাঁদবো? (প্রস্থানোদ্যত)

১ম ও ২য় স। (কাণে কাণে) সখি! মজা দেখ, কিছু বল্‌বো না।

পারুল। প্রেমিক! প্রেমিক! যাবে কোথা? আমায় প্রাণে মেরে, যাবে কোথা? সন্ন্যাসি! সন্ন্যাসি! আমার কথা রাখ, যেও না।

মুকুল। এ কি! তুমি এমন কর্‌ছো কেন? তোমার প্রাণে কি কেউ ব্যথা দিয়েছে? এ কি! তোমার চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে

কেন? আমি চলে যাই—আমি কারো চোখের জল দেখ্‌তে পারি না, আমারও চোখে জল আস্‌বে। এই দেখ, তোমার দেখে আমারও চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে, তুমি অমন ক'রো না থাম।

পারুল। সন্ন্যাসি! তুমি চলে গেলে, শুধু এখন নয়, চিরকাল আমার চোখ দিয়ে জল পড়্‌বে, আমি কেঁদে কাল কাটাব, ক্রন্দনই আমার জীবনের সার হবে।

মুকুল। তুমি চোখের জল মুছে ফেল, আমার প্রাণটা কেমন কচ্ছে—

আমি রাজার ছেলে ছিলাম ওগো—
করলে মোরে বনবাসী।

১ম স। সখি! সেই যে লোকটা বলে গেল যে, এর একটু পাগলের ছিট্ আছে তা ঠিক।

২য় স। দেখ্‌ছি তো তাই, সখীরও যেমন, তা' না হলে আর পাগলের সঙ্গে পিরীত কর্‌তে যায়?

মুকুল। দেখ, এইবারে আমি যাই, মনটা কেমন হল, তাই গান গাইলাম। আমার প্রাণটা যখন ধড়ফড় করে ওঠে, তখন ঐ রকম গান গাইলেই আমি সুস্থ হই। কৈ, সখা ত এলো না?

পারুল। সন্ন্যাসি! তোমায় প্রেমিক বলে বোধ হচ্ছে, তোমাতে আমি প্রেমের ছবি দেখ্‌তে পাচ্ছি, তবে কেন তুমি হৃদয়ের ভাব চেপে কথা ক'চ্ছ? কেন আমায় পায়ে ঠেল্‌ছো?

মুকুল। দেখ, আমি প্রেমিক কি না জানি না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে আর প্রেম করবো না, মানুষকে আর ভালবাস্‌বো না। মানুষকে ভালবাস্‌লে তার প্রতিদান কি—না অন্তরে গরল ঢেলে দেওয়া। তাই বলি, ভালবাসার কথা আর তুলো না,

প্রেমের কথা আর তুলোনা, আমি সব ভুলেছি, মানুষের মুখ আর দেখবো না ব'লে সন্ন্যাসিবেশে বনে বনে বেড়াই, তুমি আর আমায় ধরে রাখ্‌তে চাচ্ছ কেন? মন বুঝ্‌বে না, হয়তো আবার আমি অজান্তে ভালবেসে ফেল্‌বো, শেষে আমায় কেঁদে কেঁদে ফিব্‌তে হবে, তুমিও আমাকে ভালবেসো না, আমিও তোমায় বাসবো না। ছেড়ে দাও, এখন যেথায় মন চায়, সেথায় যাই।

পারুল। প্রেমিকবর যাবে কোথা? আমরা ভালবাসাও জানিনে, প্রেমও জানিনে, আমাদের কাছে তোমার ভয় নাই। তুমি থাক।

১ম স। বুঝ্‌লে সন্ন্যাসি, তুমি যদি থাক, তো তোমায় আমরা ভালবাসবো না? বেশ আদর যত্ন করে রাখ্‌বো। ভালবাসাকে যখন তুমি এত ভয় কর, তখন তোমায় মিথ্যে ভালবেসে কেন কষ্ট দোবো, বল?

মুকুল। আদর যত্ন কব্‌বে! তবেই আমার মাথা খেয়েছ, এ জগতে যে বেশী আদর যত্ন করে, সেই সর্ব্বনাশের গোড়া, তার ভেতরে কিছু না কিছু আছেই! মিছামিছি হেথা কেউ কারে আদর যত্ন করে না, তা আমি বেশ দেখেছি। দাদা আমার ভারি ভালবাসতো, অনেক যত্ন কব্‌তো, অনেক আদর কব্‌তো, শেষে—যে দিন শিবরাত্তির, তার আগের দিন সন্ধ্যা-বেলা, দাদা আমায় একটু ভাঙ্‌ খেতে দিলেন, সেই দিন হতে আমার প্রাণটা কেমন হয়ে গেল; বুকের ভিতরটা কেমন কেমন করে; আমি তাই এখন বনবাসী, আপন মনে বেড়াই, যেথায় প্রাণ চায়, সেথায় যাই।

আমি রাজার ছেলে ছিলাম ওগো—
কর্‌লে আমায় বনবাসি।

পারুল। সখি! এতক্ষণে সকলি বুঝ্‌তে পার্‌লেম—শুনেছিলাম যে, অযোধ্যার রাজকুমার পাগল হয়ে বনে বনে বেড়ায়; বুঝি, এই সেই পাগল। আহা! এর দাদা কি নিষ্ঠুর, এমন সরল প্রাণে কি কালিমা মাখিয়ে দিতে হয়? (মুকুলের প্রতি) সন্ন্যাসি! সন্ন্যাসি! না—না—রাজকুমার! আমি তোমায় জান্‌তে পেরেছি, তুমিই অযোধ্যার রাজকুমার। তোমার বড় ভাই তোমায় পাগল করে, বনবাস দিয়ে নিজে রাজ্যভোগ কর্‌ছেন। আমি তোমায় পৈতৃক রাজসিংহাসনে আবার বসা'ব, আমার হৃদয়-সিংহাসনেও তোমায় রাজা করে, আমার সমস্ত রাজত্ব তোমায় অর্পণ কর্‌বো। কিন্তু কুমার, বল বল, তুমি আমায় ভালবাস্‌বে, তুমি আমার হবে?

মুকুল। আবার ভালবাসার কথা, তবে আমি হেথায় থাক্‌বো না।

১ম স। সখি! সখি! দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওর এখনো পাগলের ছিট্ একটু রয়েছে, যতক্ষণ না ওটুকু যায়, ততক্ষণ তুমি মন ফেরাতে পার্‌বে না।

পারুল। সখি! তবে তুমি শীঘ্র সেই বুড়ীর কাছে নিয়ে যাও, সে সব ওষুধ জানে, আরাম করে দেবে।

১ম স। সখি ঠিক বলেছ, যাই তবে।

[গীত গাহিতে গাহিতে মুকুলের প্রস্থান,
পাছে পাছে সখিবও প্রস্থান।

পারুল। সখি! সখি! উনিই আমার প্রাণপতি। আমি দেখিবামাত্রই আমার প্রাণ, মন, দেহ সকলি তাঁকে অর্পণ করেছি। সখি, জানতেম না যে, বিধি আমায় ঘরে বসে বিনা আযাসে এমন অমূল্য রত্ন দিবেন। সখি। এখন বল দেখি ও রাজকুমার কি আমার হবে? বল সখি বল, তা না হলে আমি কেমন করে এ প্রাণ রাখ্‌বো? কোথায় যাব?

গীত।

২য় সখী। সখি, সে তোমার হবে না কেন?
রূপে তুমি অতুলনা ভুমে শশধর যেন।
দেখে ফুটন্ত ফুল, হয় অলি যে ব্যাকুল,
সখি, জেনেও যে জাননা যেন?
হেরি চাঁদের হাসি, প্রাণ হয না উদাসী,
বল সখি কার, কে আছে হেন?

পারুল। সখি! আমার ত বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার কি এত রূপ আছে, এত সৌন্দর্য্য আছে যে, তাঁকে ভুলাতে পার্‌বো? সখি! তা কখনই নয; দেখ্‌লে না, আমি কত করে জানালেম, তবু তিনি আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও কর্‌লেন না।

২য় স। সখি! মানুষের মন যদি বিকৃতভাবাপন্ন থাকে, তা হ'লে তখন তার মনের ভাব ত ঠিক জানা যায় না এইবারে তাঁর ভাব তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে? এই যে আস্‌ছেন।

(সখি ও মুকুলের প্রবেশ।)

১ম স। সখি! সখি! রাজকুমারের মনোবিকার আর নাই। সেই বুড়িই সব ভাল করে দিলে।

মুকুল। কে আজ আমার প্রাণের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিলে, আজ আমার তাই সকল নূতন বলে বোধ হচ্ছে; চিরকাল এই আকাশ, এই গাছপাতা দেখ ছি, কৈ এমন আনন্দতো কোন দিন প্রাণে এসে পড়েনি। বাল্যজীবনের কার্য্যগুলো আমার প্রাণের কাছে দেখা দিয়ে দিয়েও যেন দেখা দিচ্ছে না, স্বপনের ছায়ামেঘে আমার স্মৃতির কোলেব কাছ দিয়ে, কত কি যেন ভেসে ভেসে যচ্ছে, বিগত রজনীর স্বপনে যেন আমি এই সব কামিনীব ছায়া দেখেছিলাম ব'লে বোধ হচ্ছে। এ কি! আমি কোথায়। কিন্তু যেখানেই হো'ক, এরা নিশ্চয়ই আমায় ভালবাসে, তা না হলে আমার জন্য এত যত্ন নেবে কেন?

(গান গাহিতে গাহিতে বৃন্দাব প্রবেশ।)

গীত।

আমি কিবা জানিনে?
তেল পড়া, ধুলো পড়া, আব পড়া নুন,—
আমি জানি কত গুণ,
নল চেলে, বাটি চেলে, গাছ চেলে
যাই দশমাসের পথ এক দিনে।
আমার সকলি জানা,
কেবল বল্‌তে মানা,
পুরুষকে ভেড়া বানাই, যে আসে এখানে।

পারুল। (স্বগতঃ) আঃ! মাগী আবার বিবক্ত কর্ত্তে এল। (প্রকাশ্যে) ঠাকরুণ! আপনাব সকল বিদ্যে জানা আছে, জানি।

বৃন্দা। নাগর তোমাব ভাল হল, আমায় কি দেবে বল!

পারুল। তুমি যা চাইবে, তাই পাবে, এখন যাও।

[হাই তুলিযা বৃদ্ধার প্রস্থান।

পারুল। রাজকুমার! আনমনে কি ভাবছ? তুমি আমার প্রাণপতি, প্রাণের দেবতা, তোমায় আমি মনে মনে জীবন, যৌবন, ধন, মান সকলি অর্পণ করেছি, তাই তোমার ভাবনা দেখে যে আমারও প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে।

মুকুল। একি! তুমি আমায় ভালবাস, তুমি আমায় ভালবাস, সত্য করে বল তুমি কি আমায় ভালবাস? দেখ্‌তে পাচ্ছ আমি সন্ন্যাসি, তবু আমায় ভালবাস!

পারুল। কেন? কেন? নাথ! তোমার কি কোন সংশয় হচ্ছে। আমি তোমায় ভালবাসি কি না বোল্‌বো না, কিন্তু আমি তোমায় প্রাণ দিয়েছি।

মুকুল। দেখ—সংশয় নয়—আমি দাদাকে বড় ভাল-বাস্‌তেম, তাঁকে দিবানিশি দেখ্‌তে ভালবাস্‌তেম, তাঁর সঙ্গে সদা কথা কইতে ভালবাস্‌তেম, তাঁকেই আমি সর্ব্বস্ব ভাবতেম, একদণ্ড তাঁরে না দেখে থাক্‌তে পারতেম না, কিন্তু তিনি আমার দিকে ফিরেও চাইলেন না। সেই দুঃখে মনে করেছিলাম, আর কারেও ভালবাস্‌বো না। কিন্তু দেখছি, তুমি আমায় ভালবাস বল্‌ছ, আর আমারও প্রাণ তোমায় ভালবাস্‌তে চাচ্ছে; কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে, হয় তো তোমায় খুব ভালবেসে ফেল্‌বো, যখন একদণ্ড তোমায় চ'খের আড়াল করে থাক্‌তে পারবো না, তখন হয় তো তুমি আমার প্রতি বিরূপ হবে, আর ভালবাসবে না, তখন বল দেখি, আমি কি করবো?

পারুল। (স্বগত) আহা! ইনি যথার্থই প্রেমিক বটে, প্রেমিক-প্রেমিকার মনে ঐ ভয়ই থাকে। আজ আমি ধন্যা যে, এমন প্রেমিক পতির পত্নী হতে পেলেম। (প্রকাশ্যে) নাথ! আমি সত্য করে বল্‌ছি, আমি তোমায় ভালবাসি। যদি দেখাবার হোতো তো হৃদয় চিরে দেখাতেম।

মুকুল। তবে তুমি সত্য বলছো আমায় ভালবাস্‌বে! একমনে, একপ্রাণে, একটানে যেন ভালবেসো, তা হলেই আমার প্রাণের আশা মিট্‌বে।

পারুল। প্রাণেশ্বর! ও কথা কি আর বল্‌তে হবে! এবার আপনিও বলুন যে, আমার কখন চোখের আড়ালে থাক্‌বেন না!

মুকুল। দেখ! আমি যে কত ভালবাস্‌তে জানি, তা পরে জান্‌তে পাব্‌বে। মনে করেছিলাম, আর কাহাকেও ভাল-বাস্‌বো না, কিন্তু তুমি বল্‌ছ খুব ভালবাস্‌বে, তাই একবার তোমায়ও দেখে নিই। দেখি, জগতে প্রেম আর ভালবাসা আছে কি না?

পারুল। নাথ! আমিও দেখাব, নারী হয়ে পুরুষকে কতদূর ভালবাস্‌তে পারে!

মুকুল। বেশ, দেখে লব।

পারুল। তুমি আজ হতে আমার হৃদয়ের রাজা হলে। এখন চল, আর বিভুতি-ভূষণ ভাল দেখায় না, চল তোমার রাজবেশ করে দিইগে।

মুকুল। আমি এই বেশেই বেশ সুখী থাকি, আমি এই বেশেই থাক্‌বো।

গীত।

সাধে কি বিভূতি মাখি গায়!
বিভূতি সুন্দর অতি প্রণয় মাখান তা'য়।
তরুপরি উঠি লতা, প্রেমে সদা অবনতা,
প্রেমে মাতি বিহঙ্গিণী গায়;
প্রেমে ফুটে উঠে ফুল, প্রেমে ধায় অলিকুল,
প্রেমের লহরী লেগে, তটিনী উজানে যায়;
পবন নাচিয়া যায়, ফুলরেণু মাখি গায়,
সবাই প্রেমেতে মেখে প্রেম ছড়ায়।

[সকলের প্রস্থান।

(মনোহরের প্রবেশ।)

মন। আর ভয় কি? যে জন্যে হেথায় আসা, তা সফল হ'ল। শুনেছি, বেটিরা পুরুষ পেলে আর ছাড়ে না। এখানকার মেয়েদের পাল্লা হ'তে সখাতো আমার আর নড়্‌তে পাচ্ছেন না। এতদিনে বন্ধুত্বটা কাজের হ'ল। এইবারে একদিন ফাঁকি দিয়ে জাল দলীলখানা সই করিয়ে নেব। অযোধ্যায় গিয়ে বল্‌বো যে, আমিই রাজার ছেলে; না হয় দলীল দেখিয়ে প্রমাণ কর্‌বো যে, সে আমায় রাজত্ব দিয়েছে। প্রজাদের খেপিয়ে তুল্‌বো, যুদ্ধ করে সকলকে পরাজয় ক'রে নিজে রাজা হ'ব। আমারই রাজ্য হ'বে, আমিই রাজত্ব কর্‌বো, আর ভয় কি? ছেলেবেলা সেই যে এক বেটা গণৎকার হাত দেখে ব'লে ছিল যে, রাজা হ'ব, ঠিক্ তাইতো হ'ল। যা'হোক এখন ভুলিয়ে সইটা নিলেই হয়।

(একজন সখীর প্রবেশ।)

সখী। বলি, ও প্রেমপোরা, প্রেমিক প্রভু! আমায় ঐ রকম একটি প্রেমওয়ালা লোক দাওনা, তা'হলে প্রাণভরে প্রেম দিয়ে পিরীত করি।

মন। বলি, আমি কি শুধু তোমাদের পিরীতের লোক জোটাতে এলাম নাকি? আপনি বুঝি ভেসে যাব? আমায় কি পছন্দ হয়না নাকি?

সখী। পছন্দ আবার নয়! তোমার মতন রসিক রতন যদি রাজি হয়, তা' হ'লে কি আর কারে চাই, তোমায় নিয়ে প্রেম সুধা খাওয়াই।

মন। (স্বগত) বাবা! পিরীত আগে না টাকা আগে? রঙ্গ রসে কাজ নাই, এখন কাজের কথা কই। (প্রকাশ্যে) বলি, মনমোহিনি! মানিনি! মনমজানি! মাঝামাঝি শ্যামবরণী ধনি! বলি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি? আমার সাথে যিনি মজালেন তিনি কে? আর তার এখন দেখা পাই বা কোথা?

সখী। তিনি আমাদের রাণী, আর কি তোমার সখান দেখা পাবে।

মন। বল কি! (স্বগত) নিজের ফাঁদে নিজেই বা পড়ি, এবং তাঁরার দেখা পেলেই যে হয়, তা হ'লেই কাজটা চুকে যায়। (প্রকাশ্যে) তবে এখন উপায়?

সখী। এখন যদি তুমি আমার সঙ্গে রঙ্গে-ভঙ্গে—প্রেমে মেখে—পিরীত করে—প্রেম তুফানে—প্রাণ ভাসিয়ে—প্রেম-সাগরের পরপারে যেতে পার, তা' হ'লে উপায় বলে দিতে পারি।

মন। তাই হ'বে। এখন সখান যা'তে দেখা পাই, তাই কর, তার পর সব হ'বে।

স। দেখো, মনে থাকে যেন, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।
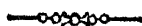
উদ্যানমধ্যস্থ বিলাস-কক্ষ।

ভালবাসা ও মালা।

গীত।

মালা। ভালবাসা সরমে মাখা,—
যখন তখন্ সেতো দেয়না দেখা,
জোছনার হাসি পেলে, মলয়া নাচিয়া গেলে,
ভালবাসা হয় ভরে হাসিতে মাখা,
ফুলমাখা ঠোঁটে, ফোটে হাসির রেখা।

ভাল। সখি! কৈ, আমার প্রাণপতি তো এখনো এলেন না; আমার প্রাণ যে কেমন কর্‌ছে ভাই, আমি তাঁকে ব'লে এসেছি যে, আমি উদ্যানে থাক্‌বো, কিন্তু তাঁর ভালবাসা দেখ্‌বার জন্য আমি এখানে এসেছি। সখি! সখি! তিনি হয়তো কত আমায় খুঁজ্‌ছেন। আহা! না জানি তাঁর কত কষ্টই হচ্ছে, সখি! চল, তাঁর কাছে যাই।

মালা। সখি! তোমার সকলি এক রকম। এদিকে ভালবাসাটুকু আছে; আবার এদিকে লজ্জাটুকুও আছে। একদণ্ড যদি পতির কোলছাড়া হয়ে না থাকৃতে পার, তবে এমন কর কেন ভাই! আর দেখ্‌তে পাচ্ছ তো যে তিনি ভালবাস্‌ছেন, তবু কেন পরীক্ষা করা।

ভাল। সখি! আমার স্বামী ভালবাসামাখা তা' জানি! কিন্তু তবুও যে আবার আমি পরীক্ষা কব্‌তে চাই, তার মানে আছে; শুন্‌তে চাও তো বলি।

মালা। কি? বলনা?

ভাল। সখি। আমার বাল্যকালে একজন সহচরী ছিল, তা'তে আমাতে একদণ্ড ছাড়া থাক্‌তেম না, সেও আমায় বড় ভালবাসতো, আমিও তাবে একদণ্ড না দেখে থাক্‌তে পাব্‌তেম না। তা'র পর তা'র বিবাহ হ'ল, সে পতি-সোহাগিনী হয়ে কাল কাটাত। প্রথম প্রথম স্বামী তাকে খুব ভালবাসতেন, তা'র পর অভাগিনীর কপালক্রমে তিনি অন্যা স্ত্রীতে আসক্ত হ'লেন, তখন সোণার প্রতিমাকে জলে ভাসালেন, আর তা'র কাছে আস্‌তেন না; অভাগিনী সেই দুঃখে প্রাণবিসর্জ্জন স্থির কব্‌লে। আমি কত নিবারণ করেছিলাম, কিন্তু তার প্রাণ বুঝলো না; শেষে একদিন সন্ধ্যাকালে আমায় বলে গেল, "দেখ ভাই! অপ্রেমিকেব হাতে প্রাণ দিও না, প্রাণ ছাব্‌খাব্ হয়ে যা'বে। স্বামীকে, স্বামীর মতন যত্ন করো; কিন্তু ভাই, প্রাণ না দিলে, প্রাণ দিও না, বড় জ্বল্‌তে হয়।" এই বলে সে জলভরা চোখে কোথায় যে গেল জানি না। সখি! তা'র কথা শুনে, তা'র দুঃখ দেখে, আমারো যে প্রাণে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ে গেছে। সখি! তাই অমন ভালবাসামাখা স্বামীর প্রতিও আমার মন অমন হয়েছে।

মালা। সখি! সকলের স্বামী কি সমান, তা' বলে নিজ-স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস রাখা ভাল নয়।

ভাল। না সখি! অবিশ্বাস আর কি? আমিত স্বামীকে

প্রাণ দিয়েছি—না—প্রাণ দিতে বাকী রেখেছি ; তবু সখি দেখ্‌বো, তাঁ'র ভালবাসা মুখের না প্রাণের।

মালা। সখি! তোমার স্বামীর অত ভালবাসা দেখেও, তবু তোমার পরীক্ষা কর্‌তে প্রাণ চায়? তোমার যা' অভিরুচি হয়, কর ভাই! তোমাদের সকলি শোভা পায়।

ভাল। সখি! "ভালবাসি" বল্লেই কি ভালবাসা হলো, না ভালবাসা দেখালেই ভালবাসা হলো। সখি! তুমি জান না, ভালবাসা প্রাণের জিনিস! আমি দেখে নেব, আমার প্রাণপতির প্রাণে প্রাণে সেই ভালবাসা আছে কি না?

গীত।

ভালবাসা শুধু কথার কথা নয়,
প্রাণে প্রাণে প্রাণটি দিলে ভালবাসা হয়,
প্রেমে মাখা ভালবাসায় থাকেনাকো মান্‌,
সেথা লুকোচুরী নাইকো খেলা, শুধুই প্রাণের টান্‌।
বাস্‌লে ভাল ভালবাসায় ভালবাসা তারে চায়।

মালা। সখি! যথার্থই তুই প্রেমিকা। তো'র ভালবাসা যথার্থই আছে, কিন্তু সখি, একটা কথা বলি, এমন করে ভালবাসা আছে কি না পরীক্ষা করতে গেলে, শেষে যে তাহাতে গরল উঠ্‌তে পারে?

ভাল। সখি! যদি কপাল-দোষে গরলই উঠে, তা' হ'লে বুঝ্‌তে হ'বে যে, সে মুখের ভালবাসা। পুরুষের ভালবাসা প্রায়ই সখি ঐরূপ। তাই সখি! এত ভয় করি, যা'কে জীবন সমর্পণ করেছি, প্রাণ মন দেহ সব সমর্পণ করেছি, সখি! তা'র ভালবাসা যদি মুখের ভালবাসা টের পাওয়া যায়,

বল দেখি ভাই! তখন মনে কি দারুণ যন্ত্রণা হয়। আমরা নারী, যারে প্রাণ দিই, তা'রে একবারে দিই, আর যে ফিরাতে পারি না; কিন্তু পুরুষ পারে, তাই তার ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী। সখি! জানইত—

গীত।

পুরুষের ভালবাসা চপলার হাসি,
মন প্রাণ হরে নিয়ে অবশেষে গলে ফাঁসী॥
প্রাণটি দিয়ে ক্ষণেক তরে, হেসে খেলে আমোদ করে,
শেষে ভাবে তারে কেন আর ভালবাসি;
যায়লো চলে, কোথায় ফেলে, করে পরাণ উদাসী।

মালা। সখি! যা বল্লে তা ঠিক বটে, কিন্তু অমন পরীক্ষা কর্‌তে গেলে, মনে দারুণ যন্ত্রণাও পেতে হয়।

ভাল। তা'ত পেতেই হ'বে, রতন চিনে নিতে হ'লে অনেক কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়।

গীত।

অনেক যাতনা সখি, ভালবাসায়,
ভালবাসায় হাসায়, ভালবাসায় কাঁদায়,
সহিতে কতই হয়, যে চায় তাহায়,
তবেত শেষেতে ভালবাসায় সে পায়,
তা না হ'লে ভালবাসা, ভাসিয়ে পালায়।

মালা। সখি! তাই যেন শেষেতে না হয়।

ভাল। কপালে থাকে, তা'ই হ'বে; আমিত সই ভালবাসতে এসেছি, ভালবেসেই যাব।

গীত।

ভালবাসিতে এসেছি সই। ভালবাসিয়ে যাব,
ভালবাসা নাই পাই, ভালবাসা দেব।
সে বাসে না বাসে ভাল, তারেতো বাসিব ভাল,
প্রাণভরে ভালবেসে, ভালবাসায় ভেসে ভেসে,
যত ভালবাসা জানি তাহারে দেখায়ে দেব।

(নেপথ্যে গীত গাহিতে গাহিতে মলিনের প্রবেশ।)

গীত।

তুমি ভালবাস কি না বাস, ভালবাসা। বলনা আমায়।
প্রাণ ভ'রে ভালবাস যদি, বলিতে কি দোষ আছে তায়॥
আমি ভালবাসি বলে ভাসি সদা আঁখি জলে,
বসিয়া দিবস নিশি, ও হাসি হেরিতে মম প্রাণ যে চায়।

ভালবাসা। ভালবাসা! তুমি আমায় ফেলে হেথায় চলে এলে কেন? ভালবাসা। আমার ভালবাসা কি তোমার ভাল লাগে না। ভালবাসা! কি কর্‌লে তুমি সন্তুষ্ট হও বল, তাই করবো, কি কর্‌লে তোমার ভালবাসা পাব, তাই কর্‌বো। ভালবাসা! তোমায় এত ভালবাসি, তবু তুমি ভালবাসি বাসি করেও ভালবাস না কেন? ভালবাস্‌তে গিয়ে ভালবাসায় টেনে নাও কেন? ভালবাসা! তুমি আমায় মনে মনে ভালবাস জানি,—আমার মন বলে, আমার প্রাণ বলে, যে তুমি আমায় ভালবাস—তবু মন বোঝে না কেন? ভালবাসা! বল বল, তুমিত সত্য সত্যই আমায় ভালবাস? বল, এতে ত চাতুরী নাই—এতে ত ছলনা নাই।

ভাল। আহা! প্রাণনাথ আমার এত কষ্ট সহ্য কর্‌ছেন, এত ভালবাসা দেখেও তবুও পোড়া মন বোঝে না কেন? (প্রকাশ্যে) প্রাণনাথ! এখনো তোমার জানিতে বাকী যে, আমি ভালবাসি কি না? প্রাণনাথ! তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর,—হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, যে আমি ভালবাসি কি না? ভালবাসা যেদিন হ'তে তোমায় প্রাণ মন দেহ সমর্পণ করেছে, সেদিন হতে ভালবাসা তোমা বই আর কারে জানে না।

মলিন। ভালবাসা!—রাগ করো না, অনেক কটু কথা তোমায় বলি, তুমি যা কর্‌তে চাওনা, হয়তো তাও করবতে তোমায় বলি। ভালবাসা! আমি পাগল, তোমায় দেখে পাগল। যে দিন হ'তে তোমায় পেয়েছি, সেই দিন হ'তে পাগল হয়েছি; রাজ্য ভুলে আছি, আত্মীয় স্বজন ভুলে আছি। ভালবাসা। আমি পাগল না হলে কি এ সব করেছি। ভালবাসা! তুমি কি জান যে, আমি তোমায় কত ভালবাসি। রাত্রে কথা কইতে কইতে তুমি ঘুমিয়ে পড়, আমি সারা রাত্তির জেগে থাকি, তোমার হাসিমাখা মুখপানে চেয়ে থাকি, তোমার মুখের সৌন্দর্য্য দেখি, তোমার লাবণ্যতা দেখি, তোমার ভালবাসা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার কি এক গভীর ঘোর এসে হৃদয় আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন আন্‌মনে কে আমার ঘুম পাড়িয়ে দেয়, তাই ঘুমিয়ে পড়ি। ভালবাসা। তুমি জান না, আমি কত ভালবাসি।

ভাল। প্রাণনাথ! আমি তোমায় ভালবাসি কিনা জানিনা, তবে—এমন যদি ভাষা থাক্‌তো, যে হৃদয়ের ভাবের সঙ্গে সে ভাষা মেলে, তবে বুঝাতে পার্‌তেম, তোমায় কত ভালবাসি।

মলিন। ভালবাসা! যে ভালবাসা পাবার জন্য বাল্যকাল হ'তে মনের মত সাধ করে—পছন্দমত বিবাহ কর্‌বো বলে যত্ন করেছিলাম, তোমার মত প্রণয়িনী পেয়ে, এতদিনে আমার সে আশা সফল হ'ল।

ভাল। তবে আমায় বেশ মনে ধরেছে বল?

মলিন। প্রিয়ে! তাকি তুমি এতদিনেও জান্‌তে পার্‌লে না?

ভাল। না—বলনা—কথার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি বলনা?

মলিন। তুমি আমার মনের মত, আমি তোমায় ভাল-বাসি; এইবারে হয়েছেতো!

ভাল। নাথ! এই রকম চিরকাল মনে থাক্‌বে তো? দেখো, যেন ভুলো না।

মলিন। ভালবাসা! ওকি কথা বল?

ভাল। না—তাই জিজ্ঞাসা করছি! হয়তো এখন আমায় ভালচক্ষে দেখ্‌ছ, তাই ভালবাস্‌ছ, তার পর হয়তো তোমার মনের মত আর থাক্‌তে পারবো না।

মলিন। ভালবাসা! তা কি হ'তে পারে? ভালবাসা যে প্রাণের জিনিস, তাতে তুমি আবার পত্নী; এ ভালবাসা কি যাবার? ভালবাসা! তুমি বলে তাই এ কথা ব'লে নিলে।

ভাল। আচ্ছা নাথ! যদি আমি এর মধ্যে মরে যাই, তা হলে তুমি কি কর?

মলিন। প্রিয়ে! তুমি এখনও প্রেমিকা হওনি, তা' হ'লে এ নিদারুণ কথা বলে প্রাণে আঘাত কর্‌তে না। প্রিয়ে! যা বলেছ—বলেছ; ও কথা আর মুখে এনো না—ও কথা মনে ভাবলে আমার হৃদয় ফেটে যায়।

ভাল। না—যেন ঠাট্টা করেই বল্‌ছি, সত্যি বল না, তা' হ'লে তুমি কি কর?

মলিন। তা হ'লে কি করি, ভালবাসা তাই শুন্‌তে চাও? তা হ'লে কি আমি প্রাণে বাঁচবো। আমারও সেই মুহূর্ত্তে মৃত্যু ঘট্‌বে।

ভাল। না প্রাণনাথ। তুমি ওকথা ঠিক বল্লেনা—স্ত্রীর বিয়োগে পুরুষকে কখন প্রাণত্যাগ কর্‌তে দেখিনি, কিন্তু একবার চেয়ে দেখ, কত সতী স্ত্রী স্বামী-বিয়োগে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ছে, পুরুষে তা' অসম্ভব।

মলিন। যা বল্লে তা সত্য বটে, তা না হয় আমিই দেখাব।

ভাল। ভাল! পরে দেখ্‌তেই পাওয়া যাবে। মৃত্যুর পর সতী স্ত্রীর ত স্বর্গে স্থান হবে, সেখান হ'তে দেখ্‌বো তুমি কি কর? দেখ্‌বো তোমার প্রাণ কেমন? পুরুষজাতির পরিচয় পাব।

মলিন। এখন চল, ও সকল কথা মিছে তুলে কষ্ট পাবার আবশ্যক কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পারুলের অট্টালিকা-সম্মুখস্থ উদ্যান।

মনোহর ও মুকুল।

মন। কিহে সখা! আর যে দেখাই পাওয়া যায় না? ভায়া! বন্ধু বলে যে মনে পর্য্যন্ত পড়ে না দেখ্‌ছি, আমি ত তোমার দেখা পাবার জন্য কত সাধ্য সাধনাই করেছি।

মুকুল। সখা! পারুল আর আমায় আস্‌তে দেয় না—সে বড় প্রেমিকা। তার ভালবাসা ছেড়ে আমার প্রাণও আর কোথায় যেতে চায় না। সখা! তুমি আজ আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেয়েছিলে, তাই আজ আমি লুকিয়ে তা'র কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। পারুল যদি দেখ্‌তে পায় ত বড় দুঃখ কর্‌বে। এখন বল সখা, তোমার কি দরকার?

মন। (স্বগত) এই যে সখার আমার পাগ্‌লামির ছিট্‌টুকু গেছে দেখছি, এখন প্রেমে পাগল দেখ্‌ছি। যাহোক বলে ফেলি, তার পর দেখা যাবে। (প্রকাশ্যে) সখা! বল্‌ছিলাম কি, সেই—সেই দরখাস্তখানায় তোমার একটা সই দিতে হবে।

মুকুল। সই দেব কোনখানায়? কি জন্যে, কেন, কবে, কোথায়, তোমায় সই দেব বলেছিলাম?

মন। সেই যে হে, সেইখানায়! সেই—সেই যে দেবে বলেছিলে।

মুকুল। কি! কি! বল না ভাই!—খুলেই বল না। আমি ত কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছি না!

মন। (স্বগত) এই রে শালা মজালে। হায়! হায়! এতদিনে সব আশাই আমার ভেসে গেল। (প্রকাশ্যে) বলি, সেই যে হে, তোমার মনে নেই, তোমার রাজ্য যদি আমি তোমায় পাইয়ে দিতে পারি—তাই জন্যে সই, বুঝ্তে পেরেছ।

মুকুল। কৈ সখা! আমার ত কোন স্মরণ হচ্ছেনা। হ'তে পারে, পূর্ব্বে আমার মাথার ঠিক ছিল না, সেই জন্য হয় তো কখন কি বলেছি স্মরণ নাই।

মন। বটে রে শালা! শেষে তোমার এই কাজ হ'ল, আচ্ছা দেখ্বো। (প্রকাশ্যে) বলি, তোমার ভালর জন্যই আমার চেষ্টা, এখন তুমি একটা সই দেবে কি না স্পষ্ট বল?

মুকুল। দাঁড়াও—আমি বুঝে দেখি, পারুলকে জিজ্ঞাসা করি।

মন। তবেই হয়েছে! আর তোমার আমি দেখা পেয়েছি। এখনি একটা স্পষ্ট বলে যাওনা কেন, সই তুমি দেবে কি না?

মুকুল। সখা! আমার উপকার কর্বার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন? আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না!

মন। আমি যে তোমার কি কর্ছি, এখন না পার—পরে বুঝ্বে। এখন বল, কি কর্বে?

মুকুল। আমি পারুলকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজই পার্বো না।

মন। তবে স্পষ্টই বল না—পার্বে না—আচ্ছা থাক—আমি তোমায় দেখে নেব।

[প্রস্থানোদ্যত।

মুকুল। বলি ওহে সখা। রাগ করে যাও কোথা ?

মন। যাও যাও, তোমার সঙ্গে আমার আর আলাপে কাজ নেই, তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছ। পারি ত এর প্রতিশোধ দেব।

[প্রস্থান।

মুকুল। উঃ! মানুষ কি স্বার্থপর। বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই কোন কু-অভিসন্ধি ছিল, তা'—পূর্ণ হলো না বলে এত রাগ। আমার এখন বোধ হয়, আমাকে ঠকাবার জন্য ও. বন্ধুত্ব রেখেছিল। জগতে সকল বিষয়েই স্বার্থপরতা, সকলেই স্বার্থপর। দেখ্‌বো, ভালবাসায়ও স্বার্থপরতা আছে কি না ?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০৩০৫০০—

ভালবাসার কক্ষ।

মালা।

মালা। সখি! সখি! কৈ হেথাও তো নেই,—উদ্যান খুঁজে এলাম, সেখানেও নাই; বোধ হয়, তবে সেই প্রেমিক প্রেমিকা কোথায় আনন্দে বিহার কর্‌ছে। আহা! সখীর ধন্য ভালবাসা। ভালবাসা নাম যথার্থই রাণী রেখেছেন; বাগানে গিয়ে দেখ্‌লেম, গাছের ডালে ডালে ফুলের মালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। ছোট ছোট হরিণ-শিশুদের মাথায় টিপ দিয়ে তা'দের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছে। আহা! সখী আমার বাগানে গেলে পরে, ভালবেসে পাখিগুলো পর্য্যন্ত গায়ে এসে বসে। ধন্য ভালবাসা। শুধু তা নয়, সখীর আমার পতি-প্রেমও অতুলনা।

(ভালবাসার প্রবেশ।)

ভাল। সখি! সখি! তুই এখানে? আমি তোরে কত খুঁজছি, এই একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে আস্‌ছিলাম।

মালা। কি কথা বলই না? তোমাদের ভালবাসার ত কিছু গোলমাল হয়নি।

ভাল। সখি! আমার প্রাণনাথ আমায় ভালবাসেন সত্য,

কিন্তু তবু আমার মনে কেমন একটা সংশয় লেগে আছে। বিশেষতঃ, সে দিন তাঁ'র একটী কথা শুনে, তাঁ'র প্রাণ কতদূর কঠিনতামাখা তা' আমি জান্‌তে পেরেছি।

মালা। কিসেব সংশয়? তোমার উপব ভালবাসাব কি কিছু ত্রুটি করেছেন না কি? না আর কিছু—

ভাল। না সখি—তা নয় তিনি আমায় ভালবাসেন সত্য, কিন্তু সখি তাঁর হৃদয় বড় কঠিন।

মালা। কেন? কেন? তিনি কি তোমায় ছেড়ে নিজ কার্য্যে যেতে চেয়েছেন না কি? এই ক'মাস বইত না বে হয়েছে, এর মধ্যে যা'বেন কোথা? তা সখি। তোমার ভয় নাই, আমিই বারণ করে দেব।

ভাল। না সখি! তা' নয় সে সব কিছু নয়।

মালা। তবে কি বল আমার প্রাণ অধৈর্য্য হচ্ছে।

ভাল। সখি! সেদিন কথায় কথায়, তাঁ'র মুখে শুন্‌লেম যে, তাঁ'র এক ছোট ভাই ছিল, সে পাছে বড় হ'য়ে রাজ্য নেবার চেষ্টা করে, সেই ভেবে তাকে কিছুদিন হ'ল, পাগল করে, কোন বনে বেখে এসেছেন। সখি! সখি! তাই বল্‌ছি, তাঁ'র বড় নিঠুব প্রাণ। সখি! তাঁ'ব প্রাণের ভিতব "ভালবাসা" বলে যে একটী জিনিস, তা নাই; সখি! তা থাকৃলে, তিনি ছোট ভাইয়ের উপর অমন নিষ্ঠুরতা কর্‌তেন্ না; তাই সখি! ভয় হয়, তাঁ'র কঠিন হৃদয়ে হয়তো আমার ভালবাসা স্থান পাবেনা;—বুঝি অকুলে বা ভেসে যা'বে।

মালা। কেন? আবার তোমার স্বামীর ভাইয়েরও মন

যোগাবার ইচ্ছে ছিল নাকি? রাজা কলে, বলে, ছলে, রাজা রক্ষা কর্‌বেন, সে সব তোমার আমার দরকার কি?

ভাল। দরকার কিছু নয়, কিন্তু সখি! মানুষের কার্য্যে বোঝা যায়, কে কেমন লোক। সখি! যাঁ'র প্রাণ এত কঠিন, তিনি যে আমার প্রতিও বিরূপে হ'তে পারেন আশ্চর্য্য কি? মানুষে বোঝে না, যখন নিজের ছেলে অপরের প্রতি অত্যাচার করে, তখন পিতা মাতা পুত্রকে কিছু বলেন্ না, কিন্তু তখন তাঁহারা জানেন্ না যে, তাঁ'দের প্রতিও সেই পুত্রের নিষ্ঠুরতা করাও অসম্ভব নয়।

মালা। সখি। তোমার ও মিথ্যা ভয় কর্‌বার প্রয়োজন নাই;—তোমায় ভালবাসেন তো, তাহ'লেই হ'ল। তোমাব মত কি জগতে সবাই সকলকে ভালবাস্‌বে;—তোমার মনের মত অত ভালবাসাওলা লোক, এ জগতে পাবে না। যা'হোক, এখন কি কর্‌বে তাই বল, যেকালে তোমার মনে সংশয়টা হয়েছে, তখন তুমি কিছু না কিছু একটা কর্‌বেই দেখ্‌ছি?

ভাল। সখি! তাই ইচ্ছে কর্‌ছি, তাঁ'কে একবার পরীক্ষা কর্‌বো, দেখ্‌বো আমার প্রতি তাঁ'র ভালবাসা সত্য কি না। সখি! আমারও এই শেষ পরীক্ষা। এতে তোমায়ও আমার সাহায্য কর্‌তে হ'বে।

মালা। আমিও তাই ভাবছিলেম যে, সখি আমার এখনো পরীক্ষার কথা তোলেনি কেন? ভাল, সহায়তো হ'বেই, ভালবাসা ছাড়া আর মালা কোথায় থাক্‌বে? এবার কি পরীক্ষা মৎলব করে'ছ শুনি?

ভাল। সখি! বড় গুরুতর পরীক্ষা, আমি পুরুষ-সেজে তা কে পরীক্ষা কর্‌বো।

মালা। সখি! বার বার পুরুষের মন পরীক্ষা করা ভাল নয়, তা' তোমার যা' মন চায়, তাই কর ভাই। কিন্তু সখি।—

গীত।

প্রেম কোমল ফুলের কলিকা, পরশ না কর তায়,
পরশিতে সখি হয়তো কলিকা বিকাশ নাহিক পায়।

ভাল। বিভূতি ভূষিত অনলে হেরিলে বিভূতি মনেতে লয়,
না জেনে তাহারে হৃদয়ে ধরিলে হৃদয় জ্বলে যে তায়।

মালা। তা' ভাই তোমার যা' প্রাণ চায়, তাই কর।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

ভাল। সখি! সখি! ঐ আমার প্রাণপতি আস্‌ছেন। সখি। তুমি আজ আধফোটা ফুলের মালা গেথে আন। আমি আজ সাধ্ করে, প্রাণপতির গলায় দোলাব, যদি পুরুষবেশে তাঁ'কে পরীক্ষা করি, তা' হলেত সই। পত্নীবেশে হেসে হেসে—আমোদ করে—প্রাণভরে আর মালা পরাতে পার্‌বো না। তাই ভেবে সখি, এইবারে একবার সাধ্ করে পরাতে ইচ্ছা যাচ্চে।

মালা। বেশ ত, আমি মালা আনি।

ভাল। যাও সখি, তবে শীঘ্র আন।

[মালার প্রস্থান।

(মলিনের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

মলিন। তোমার ভালবাসা দেখে, ভালবাসা সরমে পলায়,
তোমার হাসিটি হ'তে, ভালবাসা হাসি শিখে যায়।
ভালবাসা তোমারি দেখে, বুঝি শিখে, প্রেম বিলায়,
ভালবাসারে বাসিতে ভাল, তাই বুঝি প্রাণ যে চায়।

ভাল। প্রাণনাথ! প্রাণনাথ!!

মলিন। ভালবাসা! ভালবাসা। কি বল্‌ছিলে বল না? চুপ করে রইলে কেন? কেন মুখ মলিন হ'ল? ভালবাসা। তোমার মুখ মলিন দেখ্‌লে, আমার প্রাণ যে বিদীর্ণ হয়ে যায়। ভালবাসা! বল বল, কি হয়েছে?

ভাল। (স্বগত) হায়! এমন দেবোপম স্বামীকে পরীক্ষা। আমার ভাগ্যে বুঝি সুখ নাই। (প্রকাশ্যে) নাথ। কিছু হয়নি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যে আজ আমার ভাই আমায় হেথায় দেখ্‌তে আস্‌বে, সে আমায় বড় ভালবাসে; এতদিন মার্ কাছে প্রমোদবনে ছিল, তাই আস্‌তে পারেনি। সে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে, আর তোমার সঙ্গেও দেখা কর্‌বে বলেছে। আর বের পর ত তার সঙ্গেও তোমায় দেখা হয়নি। হয় ত এতক্ষণ এসেছে। তাই হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে মনটা কেমন কর্‌ছিল।

মলিন। বেশ ত, বেশ ত ভালবাসা। ভালই হয়েছে, তোমার ভাই আছে, তাতো এতদিন জান্‌তেম না। সে আমার একজন সঙ্গী হ'বে। ভালবাসা। সে তোমার ছোট, না বড়?

ভাল। সে বড় মজার কথা, সে আমার ছোটও নয়, বড়ও নয়।

মলিন। এ কি রকম? আমি ত কিছু বুঝ্‌লেম্ না, বল?

ভাল। তবে শোন।—আমি আর আমার ভাই একেবারেই হই, আমরা মার্ যমজ সন্তান; সে বেটা ছেলে, আমি মেয়ে ছেলে। লোকে বলে, আনন্দের আর আমার মুখ ঠিক এক

রকম, যেন এক ছাঁচে গড়া,—অবয়বও দেখ্‌তে সব ঠিক, দেখ্‌লেই তুমি টের্‌ পাবে।

মলিন। সত্যি সত্যি ভালবাসা। তবে বেশত।

ভাল। জান—সে বড় আদুরে, এই দেখ্‌লেই জানতে পাব্‌বে। অত বড় হয়েছে, কিন্তু এখনও আদুরে আদুরে কথা গেল না। সদাই তা'র হাসি খুসি, মা তাই তার নাম "আনন্দ" রেখেছেন। দেখ, সে বড় অভিমানী, কথায় কথায় তা'র অভিমান হয়। দেখ, তোমার কাছে এলে, তুমি তাকে আদর করে কথা কয়ো, যত্ন ক'রো ভালবেসো।

মলিন। ভালবাসা। তাকি আমায় বলে শেখাতে হ'বে। ভালবাসা। তুমি আমার কত ভালবাসার সামগ্রী; তো'মার ভাই, তাকে আমি যত্ন ক'রবো না তো কারে আমি আদর ক'র্‌বো ভালবাসা।

(মালাহস্তে মালার প্রবেশ।)

ভাল। সখি। সখি! মালা এনেছ, দাও, প্রাণনাথকে পরাই। মালা। তোমার যতনে হাতে গাঁথা মালা, আজ সার্থক হো'ক। (মালা গ্রহণ)

মলিন। ভালবাসা। আর কত মালা পর্‌বো। গলায় যে আর ধরেনা। তুমি যে আমায় ভালবাসার মালা পরিয়ে দিবারাত্তির বেঁধে রেখেছ,—যা'র গন্ধে আমার প্রাণ মন আমোদিত, ভালবাসা। তার কাছে কি সামান্য ফুলের মালা শোভা পায়। ভালবাসা। তোমার ভালবাসা ধন্য, প্রাণভরে দিবারাত্রি মালা গেঁথে পরাচ্ছ, তবু তোমার তৃপ্তি নাই। ভালবাসা। ভালবাসার এই লক্ষণ বটে।

ভাল। প্রাণনাথ! আমার ভালবাসা তোমার ভালবাসার কাছে হেরে যায়, তোমার ভালবাসার কণামাত্রও আমি শোধ দিতে পাব্‌বো না।

মলিন। ভালবাসা! ওকথা বলো না। আমি তোমার চেয়ে আর ভালবাসা জানি না। ভালবাসা! তোমার ভাল-বাসায় আমি অতুল সুখ পেয়েছি, অতুল আনন্দ পেয়েছি, ভালবাসা বিশুদ্ধ আনন্দে মাখা, তা জান্‌তে পেরেছি। ভালবাসা। তোমার ভালবাসায়, আমার প্রাণ আনন্দে বিভোর, হৃদয় আনন্দে বিভোর, আমাব দেহ আনন্দে আপ্লুত হয়;—আমি যেন আমাতে থাকি না, সমস্ত যেন আনন্দময় হয়ে যায়। ভালবাসা! যখন তোমায় হৃদয়ে ধরি, হাতে যেন স্বর্গ পাই, আনন্দের স্রোত যেন হৃদয় দিয়ে বয়ে যায়। ভালবাসা! তোমার সোহাগে মাখা, সৌন্দর্য্য ছড়ান মুখখানি আমার বুকে লুকিয়ে পড়ে, তোমার ঢল ঢল আঁখি দুটি সরমে আবরিত হয়। ভালবাসা। তখন কি এক আনন্দের জোছনা ফুটে, আমায় তোমার ঐ গোলাপের ছায়া মাখান কপোল-দেশ দেখিয়ে যায়। ভালবাসা! তখন আমার মনে হয়, আমি স্বর্গে আছি,—কি আরও স্বর্গের চেয়ে উচ্চ সুখময় স্থানে সুখের উচ্চাসনে বসে আছি। আমার মনে হয়, যেন এমন কোনও দেশে গেছি, যেখানে আনন্দের বিজলী ছুটে ছুটে খেলা করে। যেন সেটা আনন্দের দেশ, সবই আনন্দময়। ভালবাসা! তুমি আমার হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করেছ, কেমন করে ভালবাস্‌তে হয়, তা আমায় শিখিয়েছ,—আমার এই পাষাণের মতন কঠিন হৃদয়কে ভালবাসা মাখিয়ে অমৃতময়

ক'রে তুলেছ। ভালবাসা! ভালবাসা! তা আমি কখনও ভুল্‌ব না। ভালবাসা। তুমি আমার ভালবাসার শিক্ষা-দাতা গুরু।

ভাল। তবে তুমি আমার শিষ্য বল! তবে আমার আর ভা কি? যা'হোক এখন এস, মালা পরাই।

ভাল। (মালা পরাইয়া)

গীত।

বঁধু প্রা। ভরিযা আজ সাজা'ব তোমায়,
কুসুমে গেঁথেছি মালা, দোলাব গলায়,
প্রাণবঁধু প্রাণভরি, আঁখিভরি শোভা হেরি,
হেরিব ওরূপ যাতে পরাণ মজায়।

মলিন। ভালবাসা! তুমিই দেখালে ভালবাসা সত্য, নিত্য ও অনন্ত; এ জগতে যা'র হৃদয়ে ভালবাসা নাই, তা'র হৃদয় মরুময়, এমন কঠিন কার্য্য নাই, যাহা তা'র দ্বারা সম্পাদিত হয় না, সে নরহন্তা নর পিশাচ সকলি হ'তে পারে। ভালবাসা! তুমিই দেখালে ভালবাসা বিমল, ভালবাসা প্রেমময়, ভালবাসা শান্তিময়,—এখন এস ভালবাসা। একবার তোমায় হৃদয়ে ধরি।

গীত।

আদরে এই অধর ধরে রাখবো দিবানিশি তোরে,
এই মুখ শশীর হাসি আমি, দেখ্‌বো প্রাণভরে,
প্রেমেতে মন মজাব, প্রেমেতে প্রাণ ভাসাব,
ভালবাসার মিটবে আশা, বাঁধা রব প্রেমের ডোরে।

ভাল। নাথ! এইভাব যেন চিরকাল দাসীর প্রতি থাকে।

(মালার প্রবেশ।)

মালা। যে যারে সই ভালবাসে, সে যেন রয় তারি আশে
কভু যেন কারো পাশে আর সে যায় না।
কারো সনে কইলে কথা, সে যে পায় প্রাণে ব্যথা
মন দুখে তারি পানে, চাইতে পারে না।
ভালবাসা চায় মুখে মুখ, ভালবাসায় তবেই সুখ,
তা' না হ'লে ভালবাসার আশা ত হায় মিটে না।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

উদ্যান-মধ্যস্থ কক্ষ।

মলিন।

মলিন। (দূর হইতে আনন্দবেশে ভালবাসাকে আসিতে দেখিয়া) একি! এ যে ভালবাসার কায়া, ভালবাসার ছায়া দেখছি,—ভালবাসায় যা' যা' আছে এতেও যে তাই দেখছি, একে দেখে আমার ভালবাসা বলে ভ্রম হচ্ছে। তবে কি ভালবাসা পুরুষবেশে আমার মন জান্‌তে আস্‌ছে? না—না—তা' কি কখন সম্ভব, ভালবাসা কি ছলনা জানে, তা'ত হ'তে পারে না। ভালবাসা যে বলে ছিল, আনন্দ তা'র যমজ ভাই, তা ঠিক,—কিন্তু তবুও আমার মন বুঝ্‌ছে না, আমার মনে দারুণ সংশয় উঠ্‌ছে,—এখনও ভালবাসা বলে ভ্রম হচ্ছে।

(আনন্দবেশে ভালবাসার গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।

আনন্দ। তার চাঁপার কলি, আঙুলগুলি,
লাগ্‌লে কুঁড়ির গায়।
কাননের ফুল ফুটে উঠে,
অমনি বাস বিলায়॥

মলিন। আনন্দ! আনন্দ! এস ভাই! তোমার নাম শুনে অবধি আমি তোমায় দেখ্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, এস ভাই! কাছে এস!

আনন্দ। তুমিই ভালবাসাব বর। বা! বা!! তোমাব বেশ মিষ্টি কথাত। তুমি ভালবাসাকে ভালবাস?

মলিন। ভালবাসি বই কি ভাই! ভালবাসাকে ভাল-বাস্‌ব না ত, কাকে ভালবাস্‌ব ভাই। হ্যাঁ আনন্দ! তুমি যে গান গাচ্ছিলে, বেশ ত!

আনন্দ। ভালবাসা বাগানে ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে ছোট ছোট আধফোটা কুঁড়িগুলিতে হাত দিচ্ছিল, আর কুঁড়িগুলি ফুট্‌ ফুট্‌ করে ফুটে যাচ্ছিলো। তাই আমি ঐ গান গাহিতে গাহিতে আস্‌ছিলাম; ভালবাসাকে জিজ্ঞাসা কব্‌লেম, "তুমি কোথায়?" সে বল্লে, "তুমি এইখানে আছ।" তাই আমি তোমায় দেখ্‌তে এলাম্। হ্যা ভাই! আমায়ও ভালবাস্‌বে?

মলিন। তোমায়ও ভালবাস্‌ব বৈ কি ভাই। তুমি আমাব ভালবাসার ভাই, তোমায় ভালবাস্‌ব না ত, আর কাকে ভাল-বাস্‌ব ভাই?

আনন্দ। তুমি তবে ভালবাসাকে খুব ভালবাস?

মলিন। খুব ভালবাসি।

আনন্দ। না ভাই, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যি বল,—তুমি তাকে ভালবাস ত? নইলে সে কাঁদ্‌বে।

মলিন। আনন্দ! আমি সত্যি বল্‌ছি, তা'রে ভালবাসি।

আনন্দ। না ভাই, তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তুমি সত্যি বল্‌ছো তা'রে ভালবাস?

মলিন। আনন্দ! ভাই! তুমি বালক, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না যে, আমি ভালবাসাকে কত ভালবাসি।

আনন্দ। তাহ'লে তুমি ভালবাসাকে সত্যি সত্যিই খুব ভালবাস। বেশ ভাই, আমায়ও ঐ রকম সত্যি সত্যিই ভালবাস্‌বে?

মলিন। (স্বগত) ভালবাসার মুখে শুনেছিলাম, যে আনন্দ বড় আদুরে, যদি এখন ওর মন রেখে ওকে খুব ভালবাস্‌বো না বলি, তাহ'লে—আহা! ছেলেমানুষ, কষ্ট পাবে।

আনন্দ। চুপ করে রইলে কেন ভাই! বলনা, বলনা ভাই! আমায়ও ঐ রকম ভালবাস্‌বে?

মলিন। তোমায়ও ঐ রকম ভালবাস্‌বো। (স্বগত) ছেলেমানুষের সঙ্গে বেশ ছেলেমি কর্‌ছি দেখ্‌ছি, আবার না কর্‌লেও নয়।

আনন্দ। না, অমন ক'রে বল্লে হ'বে না।

মলিন। সত্যি বল্‌ছি আনন্দ! আমিও তোমায় ঠিক ঐ রকম ভালবাস্‌বো;—এবার হয়েছে ত?

আনন্দ। তবে তুমি ভালবাসাকেও যেমন ভালবাসবে, আনন্দকেও ঠিক সেই রকম ভালবাস্‌বে?

মলিন। হ্যাঁ ভাই, তোমার তাতে কিছু ভয় নাই।

আনন্দ। তুমি ভাই তবে মিথ্যাবাদী। আমি যাই, চলে যাই, মিথ্যাবাদীর কাছে আমি থাক্‌বো না; আমি মাকে বলে দেব, যে ভালবাসার বর মিথ্যাবাদী।

[প্রস্থানোদ্যত।

মলিন। আনন্দ! আনন্দ! যেও না; ভাল, তুমি আমায় মিথ্যেবাদী বল্‌ছো কেন?

করেছিলে, ভালবাসা তবে বুঝি বেটাছেলে, আমি ভালবাসাকে এ কথা বলে দেব।

মলিন। না আনন্দ! আমি মনে করেছিলাম, তাই বল্‌ছি। (নেপথ্যে উচ্চৈস্বরে) "আনন্দ! আনন্দ! সখি! সখি! কে আছ, শীঘ্র এস, ভালবাসাকে সর্পে দংশন করেছে, ভালবাসার বুঝি প্রাণ বাচান ভার হ'লো।"

মলিন। একি! একি! আনন্দ! আনন্দ! একি হ'ল, একি শুন্‌লেম, ভালবাসা বুঝি তবে আর নাই। হায়! হায়! আজ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হোলো। ভালবাসা! ভালবাসা! (মূর্চ্ছা।)

আনন্দ। মালা! মালা! শীঘ্র জল নিয়ে এস। দেখে যাও, আমার প্রাণনাথের একি হ'ল!

(মালার জল লইয়া প্রবেশ ও জল প্রদান।)

হায়! হায়! একি হল, রহস্য কর্‌তে গিয়েই বা বুঝি, সত্য সত্যই সর্ব্বনাশ হোলো। মালা! মালা! কি করবো, কোথায় যা'ব, আমার প্রাণনাথের ত কোন ভয় নাই। হায় অভাগিনী! আমি কেন পরীক্ষা কর্‌তে গিয়ে, প্রেমিকের প্রাণে ব্যথা দিলাম। তা' না হ'লেত, এমন ঘট্‌তো না। মালা! না—আর পরীক্ষায় কাজ নাই, ফেলে দিই এ পুরুষবেশ, এ ছলনা ছেড়ে দিয়ে, প্রাণনাথের প্রাণ বাঁচাই। সখি! সখি! বল বল, যে অভাগিনী ভালবাসা বেঁচে আছে। এত আমার প্রতি ভালবাসা, এত প্রেম, তবু বিশ্বাস হয় না, পোড়া মনকেও ধিক্। মালা! মালা! এখনো যে চেতনা হচ্চে না, কি হবে, কি হবে,—প্রাণনাথ! প্রাণনাথ!—

মালা। একি! একি! সর্ব্বনাশ হলো। দু জনেরই মূর্চ্ছা। কারে দেখি, কারেই বা সেবা করি, সখীর এমন সর্ব্বনেশে ছার পরীক্ষা কর্‌বার কি দর্‌কার ছিল। সখি! সখি! ওঠ, তুমিও যে অধীর হ'লে দেখ্‌ছি।

(মলিনের মূর্চ্ছাভঙ্গ)

মলিন। আমার ভালবাসা কৈ, ভালবাসা কৈ? মালা। মালা! সত্য সত্যই কি আমার ভালবাসা ভেসে গেল, অকালে সর্প-দংশনে প্রাণ হারা'ল? না—না! আমার যে·বিশ্বাস হচ্চে না। প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন বল্‌চে, ভালবাসা আছে—আছে—আছে। ভালবাসা। কোথায় তুমি? আমায় কি একলা ফেলে—ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে গেলে? না, তুমি ত তেমন নও, তবে কেন এমন হ'লে? আমার যেন সকলি স্বপ্ন ব'লে বোধ হচ্চে। যাই—যাই—দেখিগে।

(আনন্দের উত্থান)

আনন্দ। মালা! মালা!

মালা। রাজকুমার! এত শোকে অধীর হবেন্ না।

মলিন। আনন্দ রে। আনন্দ রে! ওরে অকস্মাৎ মাথায় বজ্রাঘাৎ হ'ল। দাবানলে হঠাৎ বন পুড়ে গেল। কোথায়? আমার ভালবাসা কোথায়? আমি সেথা যা'ব,—আমি সেথা যা'ব। ভালবাসা কোথায় যাবে, আমায় ছেড়ে কখন যেতে পার্‌বে না, কখনই পার্‌বে না। ভালবাসা আছে—আছে—আমি দেখিগে।—

[বেগে প্রস্থান।

মালা। সখি! সখি! সর্ব্বনাশ কর্‌লি, রাজকুমার যে পাগল হয়ে গেল, এখনো ছেলেখেলা ছাড়।

আনন্দ। তাই তো মালা, কি করি, কিছুই যে স্থির করতে পাচ্চি না। সব প্রকাশ করে দেব—তাই দিই; প্রাণনাথের বড় কষ্ট হচ্চে, আর দেখ্‌তে পারি না, আপনি আপনার কষ্ট ডেকে আন্‌লেম্। প্রকাশ করে ফেল্লে সব গোল চুকে যাবে, সকলিত আমার হাতে। এতটা যেকালে কর্‌লেম, দেখি না, কি হয়। যখনি ইচ্ছা করবো, তখনি প্রকাশ ক'রে দিতে পার্‌বো।

মালা। ভালবাসা! ধন্য মেয়ে তুই। ভালবাসাতে কি শুধুই সন্দেহ!

(নেপথ্যে) সখি! সখি! সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ! শীঘ্র এস! রাজকুমার ভালবাসার অদর্শনে জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্চেন্।

মালা। শীঘ্র চল, বুঝি বা সর্ব্বনাশ হ'লো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

———o———

রাজপথপার্শ্বে উদ্যান।

কামরূপের কামিনীগণ।

১ম কামিনী। ভাই! কি কপাল লয়েই এখানে এসে-ছিলাম, এমন সাধের যৌবনটা ভেসে গেল।

২য় কা। তা সখি মিছে নয়! নারীর অনেক পাপ থাক্‌লে তবে কামরূপে জন্ম হয়।

৩য় কা। কিন্তু ভাই, আমাদের রাণী পারুলের কি জোর কপাল, ঘরে বসে অমন মনের মতন, সোণার চাঁদ রাজ-কুমারকে পতি পেলে। এখন এম্নি তাঁরে বশ করে ফেলেছে, যে কাছ থেকে আর নড়্‌তে চান না।

১ম কা। একবার তাঁ'র দেখা পাই তো, আমরাও দেখে নিই, কেমন্ না তাঁ'রে মজাতে পারি।

২য় কা। এই তো রাজোদ্যান। এইখানেই তো রাজা রোজ আসেন, কৈ, মজাতে পার ত মজাও দেখি?

৩য় কা। ঐ যে লো, বল্‌তে না বল্‌তেই যে দেখা যাচ্চে। কৈ, আজ যুগল-মিলন নাই!

১ম কা। তবে ত বেশ হয়েচে, আয় লো, সবাই চেষ্টা ক'রে দেখি।

(মুকুলের প্রবেশ।)

২য় কা। বলি ও প্রেমিক! আমরা যে উপবাসি, প্রেমসুধা দানে আমাদের ক্ষুধা মিটাও।

৩য় কা। বলি ও রসিক রসরাজ! আমাদের মনের সাধ আজ কি মিট্‌বে না? রাণীতো তোমায় কি যত্ন করে?—আমরা তার চেয়ে ঢের জানি।

গীত।

১ম বা। তোমার মতন, প্রেমিক রতন, আমরা যদি পাই,
করে যতন, মনের মতন, প্রেম সুধা খাওয়াই।
২য় বা। প্রেমের আসন, পেতে দিয়ে, তোমায় হে বসাই,
প্রেমামৃত পান করায়ে, প্রেম ক্ষুধা মিটাই।
৩য় বা। নয়ন-জলে চরণ ধোয়ে, চুল দিয়ে মুছাই,
প্রাণ ভরিয়ে তাহাই দিব যা চাও তুমি ভাই।

মুকুল। বলি, তোমরা আমায় কি পেয়েছ? মনে করেছ বুঝি এতগুলো আধা বয়সি ছুঁড়ী দেখে মজ্‌বো, তা মনে স্থান দিও না। আমি আর মজ্‌বার ছেলে নই বাবা। যতটুকু মজ্‌তে পারি, তা মজেছি। মনে করেছ বুঝি, আমায় প্রেম-সুধা খাইয়ে, প্রেমের আসন পেতে, প্রেমামৃত ঢেলে, আমায় নাইয়ে, বুঝি মাথার খোঁপা খুলে, লম্বা লম্বা, কাল কাল, কুচ-কুচে চুল দিয়ে, পা মুছিয়ে দিয়ে, আমায় মজাবে?—তা পার্‌বে না।

৩য় কা। বলি প্রেমিক! তুমি ত ও কথা বল্লে, কিন্তু বল দেখি, তোমার অমন টুক্‌টুকে চেহারাটি, অমন ঢুলু ঢুলু

আঁখি দুটী, অমন ধপ্ ধপে সাদা রংটী দেখে আমরা কি এই বয়সে চুপ করে থাক্‌তে পারি?

২য় কা। নাগর! আর কেন, এস না, আমাদের কি একবারে পছন্দই হয় না! কেন? আমাদের কি রূপ নাই, না আমরা প্রেম জানি না?

মুকুল। বলে কে?—তোমরা আবার প্রেম জান না? অমন ঝুর্ ঝুর্ করে, নাক, চোখ্, মুখ, গা, হাত, পা দিযে, অঙ্গে ভঙ্গে, তেড়ে বেঁকে, প্রেম ঝোরে পড়্ছে; তোমরা আবার প্রেম জান না?

১ম। তুমি আমাদের ঠাট্টা কর্‌চো, তা করবে বৈ কি? হাজার হোক প্রেমিক, একটু আধ্‌টু ঠাট্টা না ক'রে কি হঠাৎ একবারে প্রেমে গা ঢাল্‌বে?

মুকুল। হ্যাঁ—তাত বটেই, তোমাদের গাযে গা ঢাল্‌বো না ত আর আমার কি কাজ বল? বলি, নাগরীরা এত প্রেম পেলে কোথা?

২য় কা। যেথা থেকেই পাই না কেন, তুমি আমাদের হ'বে কি না বল?

৩য় কা। দেখ, আর ঠাট্টা নয়, তুমি কি করবে একটা ঠিক্ ক'রে বলে ফেল; তা' না হ'লে আমরাও যা' কর্‌বার তা কর্‌বো।

মুকুল। বলি, গিন্নিরা চটো কেন? চট্‌লে প্রেম হয় না, এই দেখ্‌ছত তোমাদের রাণী কি চটেন, না চট্‌লে এতদিন প্রেম থাক্‌তো। তোমরা কি সে সব জান? সে যথার্থ প্রেমিকা, তা'র মত তোমরা যদি সব হতে, তা'হলে আমিও তোমাদের

হতেম। অপ্রেমিকার হাতে প্রাণ সমর্পণ করা আমার কর্ম্ম নয়।

১ম কা। ওমা! যাব কোথা। পাকল ঠাকুরুন্ আবার কোথা থেকে প্রেম শিখ্‌লেন্, তাঁ'রে ত আমরাই প্রেম শিখিয়েছি। ও কি আবার প্রেম জানে? না জানে নাচ্‌তে, না জানে গাইতে। ওমা! ছি ছি! ওকে তুমি প্রেম বল? নেচে গেয়ে যে না প্রেমিকের মন হরণ কর্‌তে পারে, সে কি আবার প্রেম জানে?—না তা'র নাম আবার প্রেম?

মুকুল। পাকল যা প্রেম শিখেছে, তা তোমরা এ জন্মেও শিখ্‌তে পার্‌বে না। তোমরা প্রেম ক'াকে বলে, তা জানই না। নেচে গেয়ে, মন ভুলানর কাছে প্রেম থাকে না। অঙ্গভঙ্গী করে, চোক মুখ ঘুরিয়ে কথা কওয়ার কাছে প্রেম থাকে না।

৩য় কা। তবে প্রেম কি আবার গাছের ফল না কি?

মুকুল। ছি! ছি! তোমরা এক বিন্দুও প্রেম জান না, তোমাদের প্রেম কামনাতে মাখা—লালসায় মাখা, শুধু তোমাদের নয়, জগতের চারিধারেই ঐ রকম। তাই জগতে প্রেমে সুখ নাই, তাই জগতে প্রেমে শান্তি নাই। যদি এ জগৎ আজ বিমল প্রেমের রাজ্য হতো, তা'হলে তা'র প্রতিভায় আজ জগৎ আলোকিত হ'তো।

২য় কা। ছি! তুমি কি বল? স্ত্রীলোক প্রেমেমাখা। আমরা প্রেম জানি না ত, পুরুষে জানে কি?

মুকুল। দেখ, প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। প্রেম সবার কাছেই যায়,—আবার যা'র তা'র কাছেও যায় না। যা'হোক, তোমরা প্রেমিকা নও, তোমরা প্রেম জান না।

তোমরা প্রেম জান না, প্রেম বোঝ না,
প্রেমিক সুজন চাও না তায়।
প্রেমের তরে কাঁদ, চরণ সাধ,
তবেত প্রেম কাছে যায়॥

১ম কা। বুঝেছি প্রেমিক! তোমার পায়ে ধরে সাধতে হবে, তবে তুমি তা'কে প্রেমিক বল্‌বে; তা' এতক্ষণ বলনি কেন? বেশত, না হয় তুমিই মান করে বস, আমরাই না হয় তোমার পায়ে ধরে সাধি।

২য় কা। ওমা! তাই—এতক্ষণ বল্‌তে হয়।

মুকুল। প্রেম মুখের কথায়, কথার ছটায়,
দেয় না ত সে দেখা হায়!
প্রেম প্রাণের জিনিস প্রাণে প্রাণে,
ফুঠে উঠে বাস বিলায়।

কাজ নাই তোমাদের সঙ্গে আর প্রেমে, আমার পারুল প্রেম শিখেছে, পারুল আমায় প্রেম বুঝ্‌তে পেরেছে; তাইতে পারুল আমা বই, আর কারে জানে না। প্রেমে স্বার্থ থাকে না, প্রেমে লালসা নাই, প্রেমের আর কিছু কামনা নাই। প্রেম শুধু চায় পরের ভাল। যারে ভালবাসি, তা'র ভাল হ'লেই ভাল, এই প্রেমের ইচ্ছা। প্রেম তা'তেই সন্তুষ্ট, প্রেম তা'তেই সুখী। আমার পারুলে তাই আছে, তাই দুজনের এত মিল, তোমরা কেমন করে বুঝ্‌বে বল? তোমাদের কাছে থাক্‌লে, হয় তো আমার প্রেম হারিয়ে যাবে। যাই, যাই,—দেখিগে, আমার পারুল কোথায়; অনেক ক্ষণ দেখিনি, প্রাণটা কেমন কর্‌ছে। পারুল! পারুল!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

ভালবাসা ও মালা।

গীত।

মালা। ভালবাসায় শুধুই সন্দিহান্।

প্রাণ নিয়ে প্রাণ দিলেও পরে, তবু বলে পাইনে প্রাণ

এ বলে বাসনা ভাল, ও বলে বাসেনা ভাল

ভালবাসার একি জ্বালা, একি রকম টান্,

জান্‌ছে মনে ভাল বাসে তবু সংশয়েতে ভাসে

দিবানিশি মন শুধু করে আন চান।

মাল। সখি। তা কি বল্‌তে হ'বে, প্রথম প্রথম ভালবাসা ত সন্দেহেই মাথা থাকে।

গীত।

ভালবাসার গোড়ায় গোড়ায় সন্দেহেতেই কেটে যায়

মনের জ্বালা মনে রেখে মন পাওয়া যে হয়লো দায়।

তখন মানভরে আর কয়না কথা, প্রাণবঁধুরে দেয়লো ব্যথা।

মাখিয়ে দিয়ে মলিনতা মনের দুঃখে কাল কাটায়।

সংশয় সব সরে গেলে, ভালবাসার অতল জলে

ভালবাসার মধুর হাসি, ঠোটে শোভা পায়

তখন সোহাগ মেখে ভালবাসা হাসিয়ে হাসায়।

মালা। ভালবাসার গোড়ায় গোড়ায় সন্দেহই যেন থাকে; তা' ব'লে আর সখি, তুমি যতটা কর্‌ছো, ততটা আর ভাল দেখায় না। যতটুকু রয় বয়, সেই-টুকুই ভাল, অতিরিক্ত কিছু নয়।

ভাল। অতিরিক্ত আর কি ভাই? পুরুষের ওপর প্রতি স্ত্রীলোকেরই সন্দেহ রাখা উচিত। আমরা স্ত্রীজাতি, যা'কে মন সমর্পণ করি, একেবারেই করি; কিন্তু পুরুষ তা' নয়। সে যখন তার মন ভুলাতে পারে, সে তখন তা'রই হয়। সখি! আমার পতি তেমন নয় জানি, কিন্তু দেখ্‌তে দোষ কি? যেকালে এতদূর উঠেছি, একবার শেষ পর্য্যন্তই দেখে যাই। সখি। আর আমার আত্মগোপন কর্‌বার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আনন্দবেশে তাঁ'র সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখেছি, সে তাঁ'র আমার মরণ জনিত শোক অনেক কমে আস্‌ছে। এখনো যে একেবারে মনে নাই, তা' বল্‌ছি না, কিন্তু বড় ইচ্ছে, একবার শেষ পর্য্যন্ত দেখি।

মালা। সখি! ঢের হয়েছে, আর ভাল নয়। স্ত্রী গেছে ব'লে পুরুষের মন যে চিরকাল শোকে কাতর থাকবে, তা' মনে স্থান দিও না। ক্রমে ক্রমে শোকও কম্‌বে, টানও কম্‌বে তার আর ভুল কি? ঢের রহস্য হ'য়েছে, এইবারে প্রকাশ ক'রে ফেল। কেন অমন ক'রে প্রাণের ধন স্বামী তাঁ'রও প্রাণে ব্যথা দিচ্ছ? আর আপনিও যে সুখে আছ, তা'ও নয়।

ভাল। সখি! তা' কি আর বল্‌তে হ'বে। আমি যে কত মনের কষ্টে আছি, তা' আমিই জানি। বল কি সখি?

সুমুখে পতিকে দেখেও পত্নীভাবে প্রাণনাথ বলে ডাক্‌তে পারি না। সখি! এর চেয়ে আর কি কষ্ট আছে।

মালা। তবে আর কেন, অমন বেশে থাক?

ভাল। সখি! আর একটী কেবল আমার দেখ্‌বার ইচ্ছা, দেখ্‌বো যে, আমার প্রাণপতি আমার ভালবাসার স্মৃতি তাঁ'র মন থেকে টেনে ফেলে দিয়ে আবার কোন স্ত্রীতে আশক্ত হন কি না? সখি! সেইটি দেখ্‌লেই আমার আর এ বেশ রাখ্‌বো না, তখন দেখা দেবো। তখনই বুঝ্‌তে পাব্‌বো, ভাল-বাসার পরিণাম কি হয়। তখন বুঝ্‌তে পার্‌বো, যে কামনাতে ভালবাসার ঘোর ছায়া মাখান দেখে, আমি ভালবাসা ব'লে প্রতারিত হয়েছি।

মালা। সখি! সবই বুঝি, কিন্তু সখি! আব আত্ম-গোপন রেখোনা;—এখন পতিকে কাঁদাচ্ছ, ঈশ্বর না করুন, কিন্তু হযতো পতিও তোমায় একদিন এর প্রতিশোধ দেবেন।

ভাল। সখি! আমাদের ভালবাসা তেমন নয়।

মালা। তোমায় ত আর আমি বুঝিয়েও পাব্‌লেম না।

ভাল। সখি! আমি যাই, আমার স্বামীর আস্‌বার সময় হলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গীত গাহিতে গাহিতে মলিনের প্রবেশ।)

গীত।

মলিন। ভালবাসা বেড়া'ত বনে বনে, তুল্‌তো কত আধফোটা ফুল,
সুচারু চিকন মালা গাঁথিত, লয়ে ফুল ভ্রমর আকুল।

মনোমত কুসুম লয়ে কত, সাধ করে কবরী সাজা'ত,
আন্‌মনে কা'র আশে শাখি শাখে মালা দোলা'ত,
ফুলের মুকুটে ফুলেব ভূষণে, দুলা'ত শ্রবণে ফুলের দুল।

হায়! হায়! কতদিন হ'লো ভালবাসা এ অভাগাকে কোথায় ফেলে কোন অজানিত সুখময় দূরদেশে চলে গেছে, আমায একবারে পরিত্যাগ ক'রে গেছে। আহা! সেই যে গেল, আর এল না! আহা! কি মধুর মুখখানিই ছিল, কি সুমিষ্ট কথাগুলিই ছিল। শীঘ্র শীঘ্র খেলা সাঙ্গ ক'রে যা'বে কি না, তাই তা'র সকলই ভাল ছিল। আমার সকল সুখের আধার ছিল। হায়! হায়! কোথায় গেল। দিন-কতকের মধ্যে স্বপ্নের মত কি যেন কি হযে গেল। আহা! সেই ভালবাসামাখা মুখখানি যেন এখনো নযনের কোণে দেখ্‌তে পাচ্ছি। সেই বুকভরা প্রেম,—সেই মুখভরা হাসি,—আধ সোহাগে, আধ সরমেমাখা সেই ঢল ঢলে মুখ, সেই ক্রীড়মান চকোর-চকোরির মত নয়নের দুটি তারা যেন আমার চোখের সুমুখে খেলা করে বেড়াচ্ছে; সেই সকল পূর্ব্বকথা যেন তা'র সঙ্গে আমার প্রাণের ভিতর দিয়ে ফুটে ফুটে বেরিয়ে পড়্‌ছে। হায! সেই একদিন ছিল, আর সেদিন নাই,এ জীবনে আর হবে না, এ জীবনে আর পাবো না। আমার কঠিন প্রাণ, তাই এখনো ভালবাসা শূন্য পৃথিবী দেখেও বেঁচে আছি। আমার মৃত্যু হলো না কেন? তা'হলে ত ভালবাসার সঙ্গে পথ চিনে যেতে পার্‌তাম। মরণের পরের দেশে—যে দেশে আমার ভালবাসা গেছে, সেই দেশে যেতে পার্‌তেম, তা'রে দেখেও প্রাণ

জুড়াতেম্। যাক্, আর ভাব্বো না, ভেবে কি হ'বে। আহা! মনে পড়ে, এই গাছতলাতে এইখানে একদিন ভালবাসা হাস্তে হাস্তে বলেছিলো যে, যদি তা'র মরণ হয় তো আমি কি কর্বো। আমি বলেছিলেম, আমারও সেই দণ্ডে মৃত্যু হ'বে। আমি মিথ্যা বলেছিলেম। কৈ, আমিত প্রাণ বিসর্জ্জন কর্তে পার্লেম না। আহা! এই গাছের তলাটিতে আমার ভালবাসা বস্তে ভালবাস্তো। আহা! এই স্থানে কত আমোদই করেছি। আহা! এই সব ছোট ছোট ফুলগাছ থেকে, সে আমার—কত আধফোটা ফুল তুল্তো, আমায় ফুল দিয়ে সাজা'ত। ভালবাসা! ভালবাসা! কোথায় তুমি?

(গীত গাহিতে গাহিতে মালার প্রবেশ।)

গীত।

মালা। কা'র তরে আর কুসুম তুলে, গাঁথ্বো মালা হায়,
মালার মালা পর্তো যে জন, সে ত মালা আব না চায়।

মলিন। মালা! মালা! আমার এখনও মরণ হলোনা কেন? ভালবাসা গেল, আমি এখনো বেঁচে রয়েছি কেন?

মালা। ছি রাজকুমার! ও কথা বল্তে আছে! এই আমরা কেমন ক'রে প্রাণ ধরে রয়েছি। অত অধীর হও না।

মলিন। মালা! তুমি জান না, আমার প্রাণের ভিতরটা কি কর্ছে, তাই তুমি ও কথা বল্ছো।

মালা। কুমার! তোমাকে শোকে অধীর হ'তে দেখে আনন্দও যে দিবারাত্র কাঁদে।

মলিন। মালা! ভাল কথা মনে ক'রে দেছ, আনন্দ কোথায়? তা'রে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন? তা'রে আন, আমি বুঝাই।

মালা। সে বুঝালেও বোঝে না। এই দেখ্‌লাম, তখন গাছতলায় বসে কাঁদ্‌ছে। যাই দেখিগে।

[প্রস্থান।

মলিন। আর শোকে অধীর হয়েই বা কি কর্‌বো। মনকে অনেক প্রবোধ দিয়ে শান্ত করে রেখেছি। আনন্দ ছেলেমানুষ, তাই কাঁদে। আহা! আনন্দকে দেখ্‌লে আমার ভালবাসার মুখখানা অম্‌নি হৃদয়ে জেগে ওঠে; যেন দু'-জনের মুখ এক ছাঁচে গড়া ছিল। একদিন স্বপ্নে দেখ্‌লেম, যেন আনন্দ আমাব ভালবাসা হয়ে গেছে—আহা! তাই যদি হ'তো।—আনন্দরে! তুই কেন ভালবাসা হ'লিনি।

(আনন্দ ও মালার প্রবেশ।)

এই যে আনন্দ!

মালা। আনন্দ গাছতলায় বসে কাঁদ্‌ছিল।

মলিন। আনন্দ! ভাই আমার। আর কেন কাঁদ। যা' হ'বার ভাই হয়ে গেল, কেঁদে আর হ'বে কি! তুমি ছেলেমানুষ মনকে বুঝা'তে পার না, তাই কাঁদ। দেখ আনন্দ! তোমা অপেক্ষা আমার মহামূল্য দ্রব্য গেছে, তোমার ভগ্নী—আমার বিবাহিতা স্ত্রী—প্রাণের সাথী—প্রেমের প্রতিমা—অমূল্য রত্ন ভালবাসা—আনন্দ বুঝে দেখ, আমি একাধারে কত জিনিস হারিয়েছি।

আনন্দ। কি কর্‌বো ভাই, মনটা কেমন হয়, কান্না পায়, চোখ দিয়ে জল পড়ে যায়। ভাল, তুমি যদি আর না কাঁদ, তা'হলে আমিও আর কাঁদ্‌বো না।

মলিন। আনন্দ! আমি আর কাঁদ্‌বোও না বটে, কিন্তু আর আমি হেথায় থাক্‌বো না। দেখ, আর আমি হেথা কি কর্‌তে থাক্‌বো, আমার যে আপনার ছিল, সে চলে গেছে; কিন্তু আনন্দ! তোমার মুখপানে চাইলে, মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছেও হয়, যেন তোমার কাছে থাকি। আনন্দ! তোমার মুখখানায় কি মাখান আছে, যেন তা'তে আমি ভালবাসার মলিন ছবি দেখ্‌তে পাই। তা' দেখে'যেন সব ভুলে যাই। কিন্তু যাই হোক্, আনন্দ আমি যাই, মাঝে মাঝে তোমায় এসে আমি দেখে যাব।

আনন্দ। তুমি কি নিজ রাজ্যে যাবে?

মলিন। না আনন্দ! আর রাজ্য কা'র তরে। আমার দু'চক্ষু যে দিকে চা'বে, সেই দিকে যা'ব। মনে করেছি, জীবনের বাকী ক'টা দিন দেশ-ভ্রমণে অতিবাহিত কর্‌বো; তবু শোকটা ভুলে থাক্‌তে পার্‌বো।

আনন্দ। না ভাই! দেশ ভ্রমণে যেওনা; কষ্ট হ'বে, আমি তোমায় যেতে দেবো না।

মলিন। আনন্দ! আর আমার সুখে প্রয়োজন কি? আমার সকল সুখ ভালবাসার সঙ্গে ভেসে গেছে। আনন্দ! আর আমায় বারণ করো না, আমি হেথায় আর থাক্‌বো না।

আনন্দ। যদি নিতান্তই না থাক, আমিও যাব, আমি তোমা ছাড়া থাক্‌তে পার্‌বো না।

মলিন। না আনন্দ! তুমি ও বাসনা ত্যাগ কর, তুমি ছেলেমানুষ কষ্ট হ'বে।

আনন্দ। না কষ্ট হ'বে না, আমি তোমার সঙ্গে যা'ব।

মলিন। যদি একান্তই না ছাড়, যা'বে চল, আর কি কর্‌বো বল? কিন্তু বড় কষ্ট হবে।

আনন্দ। তা হোক্।

মালা। (স্বগত) সখির এইবারেই সর্ব্বনাশ, আর কাজ-নাই ঢঙে এইবেলা ফুট্‌তে বলি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কামরূপ-রাজপথ।

মনোহর।

মন। আর কি। সব ঠিক্ ঠাক্। কালই কামরূপ ত্যাগ ক'রে অযোধ্যায় যাত্রা কর্‌বো। অযোধ্যার বড রাজকুমার যে পিরীতে পড়ে রাজ্য ছেড়ে প্রেমে পাগল, এখন অযোধ্যায় নাই, তা' আমি জান্‌তেম না। তা'হলে আর এ পাগল বেটার খোষামোদ করি। যাই, একবার জাল দস্তখৎ ক'রে রাজ্যটার জন্য বেয়ে চেয়ে দেখিগে। ফাঁকি দিয়ে হলো ত ভাল। তা' না হ'লে বিদ্রোহী হয়ে মন্ত্রী বেটাকে মেরেও রাজ্য নেব। রাজ্য আমার, আর কেউ ঘোচায় না। রাজত্ব একবার পেলে হয়। এই পাগল শালাকে আগে ঠিক্ কর্‌বো। বেটা বড দাগাই দিয়েছে। ওমা। কত আশা ক'রে শালার সঙ্গে কাম্‌রূপে এলাম, শেষকালে কি না কলা দেখা'লে। বড় ব্যথা দিয়েছে! যদি রাজত্ব পাই ত দেখে নেব। কিন্তু যদি রাজা হই তো সেই গণৎকার সন্ন্যাসী বেটাকে খুঁজে বার্ করে, তা'কে সন্তুষ্ট কর্‌বো, তার কথাতেই তো আমার সব হ'ল। এই যে সেই ছুঁড়ীগুলো আবার পিরীত করতে আস্‌ছে। বাবা! এই কাম্‌রূপে এসে পিরীত-সাগরে হাবু-ডুবু খেয়ে মলেম্।

(গীত গাহিতে গাহিতে দু'চারজন কামিনীর প্রবেশ।)

কা। কে বলে পীরিত জানিনে ?

মন। বালাই। তোমরা আবার পিরীত জাননা ত কারা জানবে বল।

কা। পিরীত পাই পাই করে লো সই পিরীত পাইনে।

মন। তাই তো গা। পিরীত পাই পাই করেও পাচ্ছ না তবে কি হবে ?

কা। মনের মতন পুরুষ রতন, পেলে লো সই করি যতন।

মন। পুরুষ পেলে যতন কর, তাই বুঝি আমায়ও করবে, গেছি আর কি ?

কা। পিরীত দিই দিই করে লো তারে পিরীত দিইনে।

মন। বাবা। গেছি আর কি ? ঐ রকম করে মজিয়ে শেষকালে বিন্দু দেবে না।

কা। পিরীত সাগরে ভাসায়ে তাহারে,
ভাসি ভাসি করে লো সই আমরা ভাসিনে।

মন। তোমরা ত কম নও, যা'কে তা'কে পিরীতে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেরা ভাসনা। বাবা। কাজ নাই তোমাদের সঙ্গে আর পিরীতে।

[বেগে প্রস্থান।

১ম কা। বলি নাগর। যাও কোথা ?

২ কা। ভয় নাই গো নাগর, ভাসাবো না।

[সকলের প্রস্থান।

(সখিগণ ও আনন্দের প্রবেশ।)

আনন্দ। তোমাদের এ ভাই নূতন দেশ দেখ্‌ছি, এখানে

একজনও পুরুষ দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তোমরা সকলেই সুন্দরী যুবতী, দেখ্‌লেই কেমন প্রাণটা আন্‌ চান্‌ করে ওঠে।

১ম স। এ কাব্রুমপ পারুল রাণীর রাজধানী। এখানে স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তবে তোমায় দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ্‌, তাই তোমায় আমরা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

আনন্দ। (স্বগত) এই উপযুক্ত স্থান, এইবারে আমার স্বামীর পরীক্ষার শেষ হ'বে। (প্রকাশ্যে) তবে ত আমার ওপর তোমা'দের যথেষ্ট কৃপা দেখ্‌ছি, কিন্তু ভাই। এক কথা, আমাব সঙ্গে একজন সঙ্গী এয়েছে, তা'কেও নিযে যেতে হবে।

২য় স। ভয় নাই! তারেও রাণীর সেখানে দেখ্‌তে পাবে। এখানে পুরুষ এলেই আগে আমরা রাণীর কাছেই নিযে যাই। তার পর রাণীর অভিমতে শাস্তি দেওয়া হয়।

আনন্দ। শাস্তি! তবেই ত গেছি, কি রকম শাস্তি?

১ম স। তা' আর বুঝ্‌লে না! প্রেম-ডোরে বেঁধে ভাল-বাসার কারাগারে রেখে দেওয়া।

আনন্দ। বাঃ। তোমরা বেশ রসিক ত?

২য় স। এখন দেখো, যেন আমাদেব সেখানে গিযে ভুলো না। অনেকে তোমার মন ভুলাতে চেষ্টা কব্‌বে, দেখো, যা' বল্লেম, মনে থাকে যেন।

আনন্দ। না, তা' তোমাদের ভয় নাই।

১ম স। চল, তোমায় রাণীর কাছে নিয়ে যাই।

আনন্দ। চল, সেখানে আমার সঙ্গীর দেখা পাই যেন।

[দুইজন সখীর আনন্দকে লইযা প্রস্থান।

৩য় স। দেখ্‌লে ভাই, আমরা যেন আর কেউ নই, ওঁরাই ওকে হস্তগত ক'রে ফেল্লেন।

৪র্থ স। কি বল্‌বো ভাই, আপনার লোক ব'লে কিছু বল্লেম না। আমার মনে ভারি রাগ হচ্চে।

(গীত গাহিতে গাহিতে মলিনের প্রবেশ।)

৩য় স। দেখ ভাই, কে একটি নবীন যুবক এখানে আস্‌ছে। আহা। কি রূপ! বোধ হয় যেন রাজপুত্র।

৪র্থ স। ভাই, ঐ নয়নরঞ্জন মূর্ত্তির ছায়া যেন আমার প্রাণে আপনি অঙ্কিত হয়ে পড়্‌ছে।

৩য় স। এইবার চার দিয়ে টোপ ফেলি আয়।

গীত।

মলিন। আমি তারে বাসিনু ভাল,
তা'র ভালবাসা নামটি ছিল।
তা'রে দেখিতে ভাল, তাই বাসিনু ভাল,
ছিল সকলি ভাল, গুণে হৃদয় আলো,
আফুটো সে ফুল কলি,
অকালে শুকায়ে গেল।

৩য় স। প্রেমিক! কা'রে তুমি ভালবেসে ছিলে? সে ভারি অপ্রেমিকা ত। এমন প্রেমিকের প্রাণে কষ্ট দিয়ে পালিয়েছে। আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি, সে কখন প্রেম জান্‌তো না, কখন ভালবাসা জান্‌তো না।

মলিন। দেখ, তোমরা জান না, তাই! ও কথা বল্‌ছো। সে যে আমায় কত ভালবাস্‌তো, তা' তোমরা জান্‌বে কেমন করে।

৪র্থ স। ছিঃ প্রেমিক! তুমি বুঝ্‌তে পাব্‌ছ না, সে যদি ভালবাসা জান্‌তো, তা'হলে তোমায় এত কষ্ট দিত না। তুমি তার তরে আর ভেবো না। আহা! সোণার অঙ্গে কালিমা পড়েছে, তুমি আমাদের সঙ্গে চল, তোমায় যত্ন করে রাখ্‌বো।

গীত।

এস এস রসিক রতন, যতন করে রাখবো হে তোমায়,
যে গেছে সে গেছে চ'লে, ফিরে আবত আসবে না হেথায়,
এখন এস হেথায় বস, ভালবাস হে আমায়,
মিটবে আশা প্রেম পিপাসা যাবে তুমি আর কোথায়।

মলিন। না, তা' কখন পার্‌বো না। যাকে একবার প্রাণ দিয়েছি, তা' আর ফিরে নিতে পার্‌বো না।

৩য় স। দেখ, তোমরা পুরুষ, তোমাদের ও কথা শোভা পায় না। ওত স্ত্রীলোকের কথা। তুমি আমাদের সঙ্গে চল, অসংখ্য সুন্দরীর মধ্যে যা'কে পছন্দ কর্‌বে, তা'র সঙ্গেই তোমার বে দিব। তারা যে কত ভালবাসা জানে, তা পরে জান্‌তে পার্‌বে।

মলিন। না ভাই, ও কথা আর বোলো না।

১ম স। ছি! এই বুঝি তুমি প্রেমিক! তুমি কখন প্রেমও শিখনি—ভালবাসাও শিখনি। তা'হলে আর এ কথা বল্‌তে না। একজন মন প্রাণ সমর্পণ করে ভালবাস্‌তে চাচ্ছে; তা'কে তুমি পায়ে ঠেল্‌ছো, তুমি কোন কালে প্রেমিক নও। যদি প্রেম শিখ্‌তে চাও, ভালবাসা শিখ্‌তে চাও, তো আমাদের সঙ্গে চল।

মলিন। কোথায় যা'ব?

৩য় স। কেন, ভালবাসা শিখ্‌বে না?—প্রেম শিখ্‌বে না?

(হস্তধারণ)

মলিন। একি! টেনে নিয়ে যাও যে? একটু দাঁড়াও, আমার আনন্দ ব'লে এক বন্ধু আছে, সে এখনি আস্‌বে।

৩য় স। আসুক্ তুমিতো এখন চল! তা'র সেখানে দেখা পা'বে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

কামরূপের রাজসিংহাসন।

আনন্দ ও পারুল।

গীত।

পারুল। রতনে রতন চেনে, নইলে চেনে না;
ভুলা'তে কি চাওলো সই মোরে বল না?
কারে লো লুকাবি আর, চাতুরী করেছ সার;
চতুরে চাতুরী সই চাপা থাকে না।
নারীর কোমল ছায়া, নাহি কভু ছাড়ে কায়া,
চোখে মুখে ফুটে উঠে তাকি জান না?

আনন্দ। তুমি ভাই জান্‌তে পেরেছ, বেশ হয়েছে। আমায় একটু সাহায্য কর্‌তে হ'বে।

পারুল। কিন্তু ভাই, এ কার্য্য ক'রে ভাল করনি। এ রকম কর্‌তে গিয়ে তোমাকেও কত কষ্ট সহ্য কর্‌তে হচ্ছে; আর তাঁ'র ত মনের দুঃখের সীমা নাই।

আনন্দ। ভাল করেছি কি না করেছি, তা' এতদিনে বুঝ্‌তে পেরেছি?

পারুল। কি বুঝ্‌তে পেরেছ?

আনন্দ। ভাই, বুঝ্‌তে, পেরেছি, পুরুষের ভালবাসা

আগুনের মতন। যেই হ'লো, অমনি দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌লো; তা'র পর যেই নিবে গেল, আর অমনি একেবারে অদৃশ্য।

পারুল। কেন? কেন? তোমার স্বামী কি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হয়েছেন?

আনন্দ। আসক্ত ছিলেন না, কিন্তু এই কয়দিন তা'র লক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছি। সে আর কারুর উপর নয়, তোমার উপরই। তোমায় দেখে অবধি আমার স্বামী অধীর হয়েছেন। দিবানিশি তোমার কথায়, তোমার নাম ক'রে কাল কাটান। আমি আনন্দবেশে তাঁ'র সঙ্গে থেকে, তাঁ'র মনের ভাব সমস্ত জান্‌তে পেরেছি। ভাই! তুমি তা'কে ভালবাস কি না, জানি না; কিন্তু ভাই, তোমার পায়ে ধরে বলি, যেন আমার প্রাণের স্বামী আমারই থাকে। দেখো ভাই, তা'কে যেন একবারে আমার পর ক'রে তুলো না।

পারুল। তিনি আমায় দেখে মোহিত হয়েছেন বলে কি তুমি মনে করেছ যে, আমি তাঁ'র প্রতি আশক্তা হ'ব। ভাই! তা' মনে স্থান দিও না। তোমার স্বামী তোমারই থাক্‌বে, তোমার কিছুই ভয় নাই; বোধ হয় এতদিনে তোমার পরীক্ষার শেষ হলো, এতদিনে তোমার স্বামীর ভালবাসা বুঝ্‌তে পার্‌লে। ভাই! তোমায় এখন বলি, আর তুমি আত্মগোপন রেখোনা, এইবারে আপনাকে প্রকাশ কর, দেখা দিয়ে তাঁ'কে লজ্জিত কর। আমি তোমার সহায়তা কর্‌বো; তুমি মনেও স্থান দিও না যে, আমি তাঁ'র মন ভুলা'ব। ভাই! যে প্রেমিক পেয়েছি, তা' জগতে লক্ষ লোকের মধ্যে একজনেরও ভাগ্যে ঘটে কি না সন্দেহ। ভাই! তাঁ'র প্রেম, তাঁ'র ভালবাসা

অতুল। সে প্রেম সাগরে অপর পুরুষ তো দূরের কথা, একটা সামান্য কুটো পর্য্যন্তও সেথায় ভেসে আস্‌তে পারে না, দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আনন্দ। ভাই তোমরাই ধন্য! তোমরাই যথার্থ প্রেমিক। তোমাদের ভালবাসায় সংশয় দূরে সরে গেছে; তাই পরীক্ষা প্রয়োজন হয় নাই।

পারুল। ভাই! প্রেম কি আবার পরীক্ষা করা যায়? না কর্‌লে জন্মায়। প্রেম পরীক্ষার জিনিস নয়। এ যা'র থাকে, তা'র থাকে; পরীক্ষায় বাড়ে কমে না। কিন্তু ভাই! তোমার এ পরীক্ষা না করাই ভাল ছিল। কে তোমায় এ কাণ্ড শেখালে?

আনন্দ। ভাই! এ কঠিন পরীক্ষায় আমি রত হ'তেম না, কিন্তু ভাই! আমার এক সখী ছিল, তা'র পতি তা'কে গোড়ায় গোড়ায় খুব ভালবাস্‌তো, সেও তাকে ভালবাস্‌তো, কিন্তু ভাই তা'র স্বামী, সে ভালবাসার শেষ রাখ্‌তে পার্‌লে না, অপর স্ত্রীতে আশক্ত হ'ল। অভাগিনী প্রাণের দুখে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌লে, যা'বার সময় কেঁদে বলে গেছেলো, "সখি! পুরুষকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস নাই!" ভাই! তাই এ পরীক্ষা।

পারুল। সখি! শেখ, প্রেমে কখন পরীক্ষা কর্‌তে নেই, সে ভালবাসুক, আর না বাসুক, সে তোমায় দেখুক্ আর না দেখুক্, তুমি তা'রে দেখে সুখী হয়ো, প্রাণভরে ভালবেসো, তা'হলেই সুখ পাবে। যে ভালবাসায় প্রতিদান চায়, সে ভালবাসায় সুখ পায় না, সেখানে ভালবাসার ছায়ামাত্রও থাকে না।

আনন্দ। সখি! তোমার কথা যদি আগে শুন্‌তে পেতাম, তা'হ'লে সখি, সাধ্‌ করে এমন অগাধ-সাগরে ঝাঁপ দিতেম না।

পারুল। ভাই! আর তোমার চিন্তা নাই। এই বেশে তোমার স্বামীকে আজ শেষ দেখে নাও, কাল তোমার এ বেশ ত্যাগ করা'ব; তোমার স্বামী তোমাকেই অর্পণ কর্‌বো, আমি যা'বল্‌বো তাই শুনে চলো।

আনন্দ। তুমি যা' বল্‌বে ভাই তাই কর্‌বো, এখন যাই, দেখিগে আমার স্বামী কোথায়।

পারুল। এস!

[আনন্দের প্রস্থান।

"পরীক্ষা"—মন্দ নয়, তবে এই সঙ্গে একবার আমার স্বামীকেও দেখে নেব। এই যে আস্‌ছেন।

(মুকুলের প্রবেশ।)

প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! বড় একটী মজা হয়েছে, না বোল্‌বো না!

মুকুল। কি পারুল, বলেই ফেল না?

পারুল। না, বল্লেই তুমি সাবধান হ'বে।

মুকুল। পারুল! বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। পারুল! আর ছেলেখেলা কেন?

পারুল। নাথ! তুমি কি জান্‌তে পেরেছ, আমার মনে হচ্ছেল বটে, তোমায় পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বো, যে তুমি আমায় ভালবাস কি না।

মুকুল। পারুল! কেন আর লুকোচুরী খেল, তোমার

প্রাণের ভিতর আমি প্রবেশ করেছি, তুমি যা' কর, যা' ভাব, আমি সবই বুঝ্‌তে পারি।

পারুল। নাথ! আমিই যথার্থ ভাগ্যবতী, স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব স্বামী, সেই প্রাণের স্বামীর, আমি আদরিণী নারী, এ অপেক্ষা আর সুখ নাই! জগতে যদি এইরূপ সকলের হোতো তা'হলে আজ পাপময়ী বারবিলাসিনীতে ধরা পূর্ণ হোতো না। পাপী পুরুষও আর দৃষ্টিগোচর হোতো না।

[প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

———*———

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

অট্টালিকা সম্মুখস্থ উদ্যান।

মলিন।

(গীত গাহিতে গাহিতে মলিনের প্রবেশ।)

গীত।

মলিন। যে অবধি হেরেছি তা'রে,
ভুলেগেছি ভালবাসারে,
হয়েছি আপন হারা, রূপে মন মাতোয়ারা,
ডুবেছি যে প্রেম সাগরে,
দিবানিশি প্রাণ চায়, হেরিতে তাহারে হায়,
ভালবাসিতে যে প্রাণ ভরে।

পারুলের সৌন্দর্য্য দেখে, আমার প্রাণ উদাস হয়ে গেছে। এত সৌন্দর্য্য, এত লাবণ্যতা-মাখান শরীর আমি কখন দেখিনি। পারুল, আমার হ'বে বলেছে, কিন্তু মনে সন্দেহ হচ্ছে, বোধ হয় পারুল ঠিক কথা বলেনি। ভাল! কেন পারুল আমার হ'বে না, আমি অপ্রেমিক, তাই? না—না, তা' সম্ভব নয়, তা'হলে পারুল আমায় এত আশা দিত না। পারুল আমায় ভালবাসে, নিশ্চয়ই ভালবাসে। এই যে পারুল!

(পারুলের প্রবেশ।)

পারুল! পারুল! তুমি ত আমায় ভালবাস?

গীত।

পারুল। তোমায় ভালবাসি কি না বাসি জানিনে,
আমি ত প্রাণ দেবনা প্রেমিক বিনে!
যে প্রেমিক হ'বে প্রাণটী দেবে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ তবে পাবে,
রাখ্‌বো তবে হৃদয়-মাঝে অতি যতনে।

ভাই তুমি যদি প্রেমিক হও, তবে মনে মনেই জান্‌তে পাব্‌বে, যে আমি প্রাণ দিয়েছি কি না।

মলিন। না পারুল! তুমি স্পষ্ট ক'রে বল, আমায় ভালবাস ত? আমি যে অবধি তোমায় দেখেছি, সেই অবধি আপন হারা হয়েছি, সেই অবধি তোমায় প্রাণ, মন অর্পণ করেছি। পারুল! তুমি বুঝ্‌তে পাব্‌বে না, আমি তোমায় কত ভালবাসি।

পারুল। বুঝ্‌তে পারি বৈ কি! তা' আর পারিনি?

মলিন। পারুল! প্রাণেশ্বরি! আবার আমি এ জগতে প্রেম পেলাম, শূন্য-প্রাণে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তোমায় পেয়ে আমার সব আশা মিট্‌লো।

পারুল! আহা! তুমি আমায় এত ভালবাস! চল চল তবে, আমি তোমায় যতন করে রাখ্‌বো।

মলিন। চল, তোমার প্রেম পেয়ে আজ আমি ধন্য হলেম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

উদ্যান।

মলিন ও কামরূপের কামিনীগণ।

গীত।

কামিনীগণ। ওহে হে নাগর, ধর ধর ধর,
বচন মোদের হায়।
শুন শুন কথা, দিওনা'ক ব্যথা,
পরাণ ফাটিয়া যায়।
তোমারে হেরিয়ে, গিয়েছি ভুলিয়ে,
ভাসায়ে দিয়েছি প্রাণ,
ত্যজেছি সকলে, মোরা সবে মিলে,
দেহ প্রাণ মন মান।
জীবন যৌবন, নারীর ভূষণ,
সকলি দিছি তোমায়,
এস রসরাজ, পর প্রেম সাজ,
নহে বুঝি প্রাণ যায়।

মলিন। দেখ, তোমরা আমার কাছে এস না। কেন মিছামিছি আমায় বিরক্ত কর্‌তে আ'স, আমি পারুলকে ভালবেসেছি, তোমাদের কাকেয় ভালবাস্‌বো না, তা'তে আর কিছু কথা আছে? এখন পারুল আমার সব, সে আমায় ভালবেসেছে, তা'র আমি প্রেম পেয়েছি। তোমরা যাও,

না, সরে যাই, সরে যাই, মুখ লুকিয়ে ফেলি। ঐ ঐ, আবার বিদ্রূপ কর্‌ছে, আমায় মিথ্যাবাদী বল্‌ছে। ভালবাসা! হয় তুমি সরে যাও, না হয় আমি সরে যাই। না—না, আমিই যাই, আমি আর তোমার দিকে চাইতে পাচ্ছি না, তুমি জ্যোতীর্ম্ময়ী মূর্ত্তি ধরেছ। আমি চোখ বুজি, তুমি সরে যাও, পালাও পালাও, এ অভাগাকে আর কেন যাতনা দিচ্ছ। এ কি! আমি কি পাগল হ'লেম নাকি? না, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, কৈ, কেহ তো কোথাও নাই। ছি! ছি! আমি কি ভাবৃছিলেম, ভালবাসা যে আর নাই, তবে আর ভয় কেন? সে দেখ্‌তে পারে না। পারুলকে প্রাণ দিয়েছি, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে, তা'রে ভালবাস্‌বো। এ কি! আবার আমার এমন মনে হচ্ছে যেন, ভালবাসা জীবন্ত মূর্ত্তি ধরে আমায় লজ্জা দিতে আস্‌ছে। কোথায় যাই, কোথায় পলাই, আমার যে আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।

(আনন্দের লুক্কায়িতভাবে শ্রবণ ও তৎপরে প্রবেশ।)

আনন্দ। একি! একি! মলিন আজ তোমার এ ভাব কেন? তোমার দিন দিন পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পাচ্ছি, তুমি কেন এমন হলে, তোমায় দেখে যে আমার প্রাণ কেমন কর্‌ছে, তুমি আবার কাকোয় ভালবেসেছ না কি! বল?

মলিন। আনন্দ! কিছু নয়, আমি ত আর কাকোয় ভালবাসিনি, ভালবাসতুম ভালবাসাকে, সে ত চলে গেছে, আর কাকে ভালবাস্‌বো!

আনন্দ। মলিন! ভাই! আমার কাছে লুকাচ্ছো কেন?

আমি জান্‌তে পেয়েছি, তুমি পারুলকে প্রাণ দিয়েছ, পারুলকে ভালবেসেছ; ভালবাস ক্ষতি নাই, কিন্তু—কিন্তু—

(ক্রন্দন।)

মলিন। আনন্দ! তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? না হয় পারুলকেই ভালবাস্‌লেম, তোমার তাতে দুঃখ কি?

আনন্দ। তুমি ভাই বল্‌তে যে, ভালবাসা ভিন্ন আর কাকেও ভালবাস্‌বে না, কিন্তু ভাই আজ তুমি মিথ্যাবাদী হ'লে; আজ তুমি কপট প্রণয়ীর মত পরিচয় দিলে। ভালবাসা! বোন আমার! আজ তুমি কোথায়? তুমি যদি আজ বেঁচে থাক্‌তে, না জানি আজ কত প্রাণেই ব্যথা পেতে। হয়তো মনের দুঃখে প্রাণবিসর্জ্জন কর্‌তে। মলিন! ভালবাসা গেছে, ভালই হয়েছে!

মলিন। ভালবাসা! বেঁচে থাক্‌তো তো কাঁদতো, আর তা'র কান্না সাজ্‌তো। আর আমিই না হয় কপট-প্রণয়ী হ'লেম, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

আনন্দ। আমি কাঁদি কেন, জানি না। প্রাণের ভিতরটা কেঁদে উঠ্‌ছে, তাই কাঁদ্‌ছি। ভালবাসার সব কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। মলিন! তুমি বুঝ্‌বে না, মালা থাক্‌তো তো বুঝ্‌তে পার্‌তো, কেন আমি কাঁদ্‌ছি।

মলিন। (স্বগত) তাইতো, আনন্দের কথা শুনে আমারো যে প্রাণে সব কথা জেগে উঠ্‌ছে। (প্রকাশ্যে) আনন্দ। আমি যা' করি, তোমার যদি তা'তে দুঃখ হয়, তো তুমি দেখো না। আমি আজ কাল যে কি হয়েছি, তা আমিই বুঝ্‌তে পারি না। আমার প্রাণের ভিতর, যেন কি গোলমাল হয়ে

গেছে, সেখানে আমার অনেক জিনিস হারিয়েছে, আমি তাই, আজ কাল পাগল। আনন্দ! তাই বারণ করি, তুমি আর পাগলের সঙ্গে থেকো না, পাগলের সঙ্গে বেড়াইও না।

আনন্দ। না আমি তোমার সঙ্গ ছাড়্বো না, তুমি ত্যাগ করে গেলেও, আমি ত্যাগ কোর্বো না; তোমায় ছেড়ে আমি যা'ব কোথা?

মলিন। আনন্দ! আমি মহাপাপী, আমি নারকী, আমার সঙ্গে থেকে, তুমি পাপী হবে কেন? তোমায় বারণ করি, তুমি আর আমার সঙ্গে দেখা করোনা। ভালবাসার স্থানে আমি পারুলকে বসিয়ে পাগল হয়ে গেছি।

আনন্দ। ভাই! তুমি সব কর, কিন্তু পারুলকে ভালবেসো না, সে তোমায় কখন ভালবাস্বে না। আমি জানি, তাই বারণ করি, কেন কষ্ট পা'বে; তা'রে ভালবেসো না, সুখী হ'তে পার্বে না।

মলিন। দেখ আনন্দ! আমি তোমায় ভালবাসি, তাই বারম্বার বলি, এখনো শুন, তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর, নইলে আমি পরিত্যাগ কর্বো।

আনন্দ। কেন! কেন! আমি কি দোষ করেছি?

মলিন। দেখ, তোমায় দেখ্লে আমার প্রাণে ভালবাসার মূর্ত্তি জেগে উঠে। তা তে আবার তুমি আমায ভালবাসার কথা মনে করিয়ে দিযে, পূর্ব্বস্মৃতি সব জাগিযে দিয়ে, প্রাণের ভিতর আগুণ জ্বালিয়ে দাও। প্রাণ জ্বলে গেছে, তাই পারুলকে ভালবেসে প্রাণ শীতল কর্বো বলে চেষ্টা কচ্ছি, তুমি তা'তেও বাধা দিচ্ছ। তা'র প্রতিরোধী হচ্ছ, তাই তোমায়

মানা কব্‌ছি। আনন্দ! ভালই হোক, আর মন্দই হোক, তোমায় যা বলি তাই শোন।

আনন্দ। তুমি যাহাই কেন বল না, আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ কব্‌বো না। আমি তোমায না দেখে থাক্‌তে পাব্‌বো না।

মলিন। বারম্বাব বারণ কব্‌ছি তবু শুন্‌ছো না কেন? আবদ্‌ার নাকি? পূর্ব্বে, ভালবাসাব ভাই ছিলে ব'লে তাই তোমায় ভালবাস্‌তেম, এখন ভালবাসা গেছে, আর তোমায় মিছে ভালবাসা কেন? আর তুমি আমার কে? তোমার সঙ্গে সম্পর্কই বা কি? তোমার কাছে আব আমি একদণ্ডও থাক্‌তে চাই না, তুমি যাও।

আনন্দ। হা অদৃষ্ট! শেষে এই হ'ল।

মলিন। ভালবাসার কথা, ভালবাসার ছায়া, যেন আমার প্রাণের ভিতব মাথামাখি হযে গেছলো। আঃ! কোনমতে যেন ছাড়াতে পাচ্ছিলাম না। (আনন্দের দিকে চাহিয়া) একি! এখনো তুমি দাঁড়িয়ে!

আনন্দ। মলিন! মলিন! আমি কি কব্‌বো, কোথায় যা'ব?

মলিন। তুমি কি কর্‌বে, তা' আমি কি জানি! তোমায় আমি কাছে রাখ্‌তাম, কিন্তু কি কর্‌বো তোমায় দেখ্‌লে আমি যেন শঙ্কিত হই, আমি ভয় পাই; তোমার মুখে কি যেন মাখান আছে, যা'র ছায়া আমার চোখের সম্মুখে পড়্‌লে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে যায়; আমার প্রাণেব ভিতর যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিয়ে, কে যেন আগুণ দেয়। আনন্দ!

যদি তোমার মুখে ভালবাসাব ছায়া ছড়ান না থাক্‌তো, তা'হ'লে আনন্দ, তোমায় কিছু বল্‌তেম না; তোমায কেন যেতে বোল্‌বো? এতদিন বা বলিনি, আজ বল্‌ছি কেন? তোম্‌ায আগুতে দেখে আমার প্রাণ শান্ত হোতো, আজ কাল তা' হয় না; তোমায দেখ্‌লে আমার প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা হয়, ইচ্ছে করে সে যন্ত্রণা আর কেন সহ্য করি। তাই বলি, তুমি চলে যাও, যেথায় তোমার প্রাণ চায়; আমিও আমার যা' প্রাণ চায, তাই করি।

[প্রস্থান।

আনন্দ। হায়। হায়! আমাব প্রাণের স্বামীর একি পবিবর্ত্তন হোলো। যা ভয় ক'রেছিলাম, তাই হোলো। ইচ্ছা ক'রে অগাধ-সাগবে ঝাঁপ দিয়ে ডুব্‌লেম। আব কেন? হয়েছে!—এতদিনে পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হযেছে। আব আত্ম-গোপন কেন? তা'র বিষময় ফল ফলেছে ত। এইবার যাই, প্রাণপতিকে একবাব ভালবাসাবেশে দেখা দিইগে। আব সহ্য হয না, স্বামী অপর স্ত্রীতে আসক্ত হ'লে, স্ত্রীব প্রাণে যে কি বেদনা হয়, তা' বুঝ্‌লেম। যা হোক আমার ভয নাই। পারুল যথার্থ প্রেমিকা, সে কথন আমার সর্ব্বনাশ কব্‌বে না। পারুলই আমাদের মিলন করে দেবে বলেছে, তাই অপেক্ষা করে আছি; কিন্তু প্রাণনাথকে একবার খুব তিরস্কার কব্‌বো, তখন ঘাড় হেঁট ক'রে শুন্‌তে হবে। হাতে নাতে ধরে দিব, তখন আর কোন কথা কইবার মুখ থাক্‌বে না। কিন্তু আজ বড প্রাণে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পেলেম।

(নেপথ্যে গীত)

(গীত গাহিতে গাহিতে মালার প্রবেশ।)

মালা। ফুলের প্রেমের নাই তুলনা।

ফুলের মতন প্রেম দিতে সই, কেউ জানে না, কেউ জানে না।

ফুল চায় না ভালবাসা, ফুলের কিছু নাইকো আশা,

ফুল হৃদয় ভরে প্রেম ঢেলে দেয়, চায় না ফিরে একটি কণা।

আনন্দ। মালা! মালা! ঠিক বলেছিস্, জগতে শুধু ভালবাস্‌তেই হয়, ভালবাসার প্রতিদান নোবো বলে ভালবাস্‌তে নাই, সে ভালবাসায় সুখ নাই। সখি! আমি এতদিনে ঠেকে শিখ্‌লেম।

মালা। সখি! কি শিখ্‌লে?

আনন্দ। সখি! এতদিনে স্বামীর পরিচয় পেলেম, তা'র ভালবাসা ঠিক নয়, তা' জান্‌তে পার্‌লেম। সখি! যা ভেবেছিলাম, তাই হোলো, তিনি আজ অপর স্ত্রীতে আশক্ত।

মালা। সখি! সত্য নাকি? তবেই তো তোমায় মজিয়েছে দেখ্‌ছি? আর কাজ নাই তোমার ও পুরুষবেশে, ও বেশ খুলে ফেল; ভালবাসা সাজে, ভালবাসা মেখে, চল স্বামীকে দেখা দিয়ে, তা'রে লজ্জিত কর্‌বে চল। চল সখি! তোমায় স্ত্রীবেশে সাজিয়ে দিইগে। গোলাপ ফুল তুলে, তোমার কবরীতে পরিয়ে দিইগে। পরীক্ষার আশা মিটেছে, চল এইবার যুগল-মিলন করে দিইগে। সখি! তোমার কিছু ভয় নাই, চল প্রেমভরে স্বামীকে আলিঙ্গন কর্‌বে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যার রাজকক্ষ।

মনোহর।

মন। ওঃ! এতদিনে এত কষ্ট সহ্য করে, তবে এই অযোধ্যার রাজা হয়েছি, তবে এই রাজত্ব হস্তগত হয়েছে, কিন্তু এখনো অনেক শত্রু লেগে রয়েছে, না জানি কবে কি বিপদ ঘটায়। যাদের রাজ্য, সেই রাজকুমারদ্বয়ই এখনো যে জীবিত, এ সংবাদ পেলে তা'রা নিশ্চয়ই আমায় সিংহাসনচ্যুত কর্‌বে! বড় রাজকুমার যে কোথায় আছে, তা'র ত সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না, ছোটটা ত কামরূপে আছে, কোন রকমে ছ'জনকেই সাবাড়্ কর্‌তে হবে, তা না হ'লে, এ রাজ্য আমার হাতে আর ক'দিন থাক্‌বে। কিন্তু দুটোই প্রেমে পাগল; তারা আর আস্‌বে বলে বোধ হয় না। না বাবা! বিশ্বাস হয় না ত, টাকা বড় মজার জিনিস, দু'টোর মধ্যে একটা জান্‌লেই, এখনি আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে। যত শীঘ্র পারি, ঐ দুটোকেই আগে সাবাড করি, পেছনে লোক লাগিয়েছি বটে, কিন্তু তবু বিশ্বাস কি? এ কার্য্য স্বচক্ষে দেখে, স্বহস্তে কর্‌তে হবে, তা না হ'লে প্রাণের সংশয় যাবে না। কিন্তু কি ক'রে সেই ছোঁড়াটাকে মারি, হাজার হোক, একদিন ত তা'র সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, আর তা'র সঙ্গে থেকেই ত আমার রাজ্য পা'বার লালসার

উৎপত্তি; বন্ধু হয়ে এই চেনা মুখ নিয়ে, কেমন করে তা'রে মার্‌বো। না। বন্ধুত্ব আবার কি? এ জগতে কে কার বন্ধু; একদিকে রাজত্ব, একদিকে বন্ধুত্ব; তুলনায় কোনটা গুরুতর? রাজত্ব। রাজত্ব! রাজত্ব! অনেক বন্ধু মেলে, অনেক বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্তু বন্ধুত্ব থাক্‌লে, আর রাজত্ব পাওয়া যায় না। বন্ধুতো বন্ধু, এই রাজ্যের জন্য আমাকে যদি ভ্রাতৃ-হত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যাও কর্‌তে হতো, তা'ও আমি পার্‌তেম। হৃদয় কঠিন না হলে, অর্থ রক্ষা হয় না। না, আর অশঙ্কায় প্রাণ ধরে থাকৃতে পারি না, তা'রাত আমার শত্রু, শত্রু-বিনাশ রাজার অগ্রে কর্ত্তব্য। যাই, যত শীঘ্র কার্য্য শেষ হয়, তা'র চেষ্টা করিগে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

———:০:———

কেলী কুঞ্জবন।

পারুল ও আনন্দ।

গীত।

পারুল। নারীর মন নয় লো সই কভু আপনার,
সে প্রেমিকের প্রাণে প্রাণে বাঁধা অনিবার।
পরের হাতে নারীর প্রাণ,
তাই তা'র থাকে না মান;
তাই বুঝি তার প্রেমে শেষে নয়ন বারি সার।

আনন্দ। সখি! সেদিন আমার প্রাণপতির কার্য্যকলাপ দেখে, আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। তিনি পাগলের মত হয়েছেন। আমাকে ভালবাসা বলে জান্‌তে, পার্‌লে, তিনি অতিশয় লজ্জিত হ'বেন। সখি! কেমন করে তাঁ'রে আমি মুখ দেখা'ব। আমায় দেখে তাঁ'কে লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাক্‌তে হ'বে।

পারুল। তা আর তুমি কি কর্‌বে বল, তিনিই যে তোমার কাছে মিথ্যাবাদী হয়েছেন, তাঁ'র তো লজ্জিত হওয়াই উচিত। তাঁরে আজ এইখানে আস্‌তে বলেছি, আসলেই একটু অপমান করে, তোমাকে বেশ পরিত্যাগ কর্‌তে বল্‌বো, তখন কি করেন দেখ্‌বো।

আনন্দ। আমি তখন বল্‌বো, যে এখন তুমি পারুলকে

চাও, না আমায় চাও। কিন্তু সখি! আজ আমার প্রাণটা কেমন ভয় ভয় করছে, মনটা কেমন কেমন হচ্ছে। সখি! আমি তাঁ'র নিকট অপরাধিনী হয়েছি, না জানি, তিনি আমায় কত কি বলবেন?

পারুল। তা তুমিই যেন অপরাধিনী হ'য়েছ, তিনি যে তোমা অপেক্ষাও বেশী দোষী। সখি! আজ ভয় করছো কেন? আজ তো তোমার আনন্দের দিন, কত দিন পরে আবার স্বামীকে স্বামী সম্বোধন করতে পাবে, এমন আনন্দের দিন আর কি পাবে! তুমি কিন্তু ভাই খুব বুদ্ধিমতী, কেমন সঙ্গে সঙ্গে থেকে, তাঁ'র পরীক্ষাও করেছ; অথচ তাঁ'র যত্ন করে, দুঃখ কষ্ট বিমোচন করেছ।

আনন্দ। সখি! সকলই করলেম, কিন্তু স্বামী আমার শেষ রাখতে পারলেন না, পরীক্ষায় পার হতে পারলেন না, এই দুঃখ মনে র'য়ে গেল।

পারুল। সখি! আজ আর একটা মজা করবো মনে করেছি, আমার স্বামী যখন আসবেন, তখন আমরা যেন স্ত্রী-পুরুষ এইভাবে দু'জনে প্রেমালাপ করবো, দেখবো তিনি কি করেন?

আনন্দ। কেন? আমারও দেখে-শুনে বুঝি তোমারও পতি-পরীক্ষা রোগ জন্মেছে?

পারুল। না সখি! তা' নয়, ইচ্ছা হচ্ছে তাই। সখি! আমার বিশ্বাস হচ্ছে, আমার স্বামী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন।

আনন্দ। ভাই! আমারও তাই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সখি! কে জান্‌তো যে এমন হবে, সোণার স্বামী আমার, আমায় একদণ্ড না দেখে অজ্ঞান হতেন, কত যত্ন, কত আদর কর্‌তেন। সখি! সে সকল ভেসে গেছে, কেবল স্মৃতির ছায়াটি ফেলে রেখে গেছে। সখি! আমার ভয় হচ্ছে, বোধ হয় স্বামী আর আমায় নেবেন না।

পারুল। সখি! ও কথা রাখ, ঐ লো ঐ আমার পতি বুঝি এখানে আস্‌ছেন। আয়, আমরা যেন স্ত্রী পুরুষ হয়ে একটু পিরীত করে মজা দেখি। (আনন্দর গলা ধারণ) "প্রাণনাথ! হৃদয়েশ্বর! তুমি আমার সর্ব্বস্বধন, প্রেম-সুধা-দানে আমায় বঞ্চিত করো না, আমি তোমার জন্য কুলমান সব পরিত্যাগ করেছি। দেখো, যেন দাসীকে পায়ে ঠেলো না, চিরকাল মনে থাকে যেন।"

(মুকুলের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান।)

আনন্দ। "প্রাণেশ্বরি! চন্দ্রাননি! তোমায় কি আমি ভুল্‌তে পারি, তুমিই আমার হৃদয়সর্ব্বস্বধন। প্রেম-সাগরে ডুব দিয়ে, এই অতুল রত্ন পেয়েছি। সে রত্নকে বক্ষে ধারণ না করে, কি থাক্‌তে পারি?"

মুকুল। (অন্তরালে থাকিয়া) পারুল দেখ্‌ছি আজ পর-পুরুষের সঙ্গে আমোদ কর্‌ছে। কিন্তু চোখে দেখেও তা' বিশ্বাস হচ্ছে না। যা'হোক, আমার পারুল যদি এইতেই আনন্দ পায়, তা'তে আমার আপত্তি কি? পারুল! পারুল! শঙ্কিত হোচ্ছো কেন? ভয় নাই! আমি তোমার আনন্দের প্রতিরোধী হ'বো না। তুমি যা'তে শান্তি সুখ পাও, তাই

কর। পারুল! তা' যে দেখেও আমার সুখ। আমোদ কর, আমি যাই।

গীত।

তুমি সদা সুখে থাক বাসনা আমার,
এই তো মধুর ফল ভালবাসার।
আমি যেথা থাকি সুখে থাকি, যদি তুমি থাক ভাল,
তা'না হ'লে আর আমার কি সুখ জীবনে বল।
তুমি যা'তে সুখ পাও সে সুখ আমার,
দূর হ'তে দেখে পাই আনন্দ অপার।

পারুল। প্রাণনাথ! প্রাণেশ্বর! আমায় ক্ষমা করুন, তোমার প্রেমের পরীক্ষা কর্‌তে গিয়ে, আমি অন্যায় করেছি। তুমি প্রেমের অবতার; কেমন ক'রে ভালবাস্‌তে হয় তা' সকলকে শেখালে। নাথ! অপরাধ মার্জ্জনা কর, এ ছদ্ম-বেশধারিণী নারী।

মুকুল। প্রিয়ে! আমার কাছে কি ছলনা খাটে, প্রেম প্রাণের জিনিস প্রাণে প্রাণেই থাকে, পরীক্ষায় তা' কি জানা যায়।

আনন্দ। প্রেমিকবর! আপনার নিকট হ'তে আমি আজ অনেক শিখ্‌লেম। এ জ্ঞান যদি আগে আমার থাক্‌তো, তাহ'লে আজ রাজরাণী হয়ে সুখে থাক্‌তেম।

মুকুল। কে মা তুমি! তুমি বুঝি প্রেমের ব্যবসায় ঠকেছ মা! এ জগতে, এ ব্যবসাতে সকলেই ঠকে।

আনন্দ। আমি অযোধ্যার রাজমহিষী।

মুকুল। কে? কে? অযোধ্যার রাজমহিষী! তবে কি তুমি দাদার পত্নী, এ বেশে কেন এখানে?

আনন্দ। (লজ্জাযুক্তা হইয়া) সে কথা পরে শুন্‌বেন।

মুকুল। দাদাও তবে এখানে এসেছেন?

আনন্দ। হাঁ, তিনিও এখানে আছেন।

পারুল। সখি! বেশ হয়েছে। এত সম্পর্ক তোমার সঙ্গে চাপা ছিল? আজ থেকে তুমি আমার দিদি।

মুকুল। ভালই হোলো, অনেক দিনের পর আজ দাদার সঙ্গে দেখা হবে। পারুল! তুমিই আমার এ উপকার কর্‌লে, কিন্তু পারুল! আজ তুমি ঠকাতে গিয়ে নিজে ঠকেছ, যাই, দাদা কোথায় দেখিগে।

[প্রস্থান।

আনন্দ। ভাই! তোমার স্বামীই যথার্থ প্রেমের অবতার। তুমিই ধন্যা, যে এমন প্রেমিক পতি পেয়েছ। পূর্ব্বজন্মে না জানি কত তপস্যাই করেছ।

পারুল। না দিদি, আমি পথ থেকে, এ অমূল্য রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছি।

আনন্দ। ভাই! তোমরাই যথার্থ আমার প্রেম শিক্ষাদাতা। এতদিনে আমার ভালবাসার ব্রতের উদ্‌যাপন হ’লো। ভাই! আর আমার ভয় নাই, আমার ভালবাসার আশা মিটেছে। এখন স্বামী যদি তাঁর পদে আশ্রয় না দেন, তাহ’লেও আমি সুখী।

(মলিন অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া)

মলিন। উঃ! আনন্দ দেখ্‌তে ছেলেমানুষ, ভেতরে ভেতরে এত দূর বিশ্বাসঘাতক! আমার কাছে থেকে, আমার

সর্ব্বনাশ কর্‌লে, পারুলকে আমার হ'তে দিলে না। তাই বটে! সে দিন কেঁদে, আমায় পারুলের কাছে আস্‌তে বারণ কচ্ছেলো। উঃ! এ জ্বালা যে আর সহ্য কর্‌তে পারিনি। দিই, এইবারে শেষ করে দিই। উঃ! আর প্রাণে সহ্য হয় না। এ কাল-সর্পের দংশনে, আমার হৃদয় জ্বলে গেল। এর প্রতি-শোধ—প্রাণবধ করাই শ্রেয়, তা না হ'লে এ জ্বালা আমার ঘুচ্‌বে না। তা না হলে আমি সুখী হ'তে পার্‌বো না।

(দ্রুতবেগে ছুরিকা হস্তে প্রবেশ।)

আরে হতভাগ্য আনন্দ—এত ছলনা। এই তার প্রতিফল নে।

(বক্ষে ছুরিকাঘাত।)

আনন্দ। প্রাণনাথ! প্রাণনাথ! কি কর? কি কর? আমিই তোমার ভালবাসা।

পারুল। রাজকুমার! ক্ষান্ত হও, এই তোমার স্ত্রী ভালবাসা।

মলিন। এঁ্যা! এঁ্যা! কৈ কৈ! এই ভালবাসা—এই ভালবাসা! ভালবাসা! ভালবাসা! দেখি দেখি, ভালবাসা! ছদ্মবেশে তুমি! হায়! হায়! কি কর্‌লেম।

(মূর্চ্ছা।)

আনন্দ। উঃ! বড় যাতনা! বড় যাতনা! পারুল! সর্ব্বনাশ হ'ল; আমি যাই—ই; ক্ষতি নাই—ই। আমার প্রাণেশ্বরের কষ্ট হচ্ছে,—তাবে উঠাও,—মুখে জল দাও,—যত্ন কর,—ও!—ও!

পারুল। হায়! হায়! হঠাৎ একি বজ্রাঘাত হোলো! একি সর্ব্বনাশ হলো! ভালবাসা! ভালবাসা! দিদি আমার! অকালে শুকিয়ে গেলি!

(মলিনের মূর্চ্ছা ভঙ্গে উঠিয়া)

মলিন। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আনন্দরে! তুই-ই ভালবাসা! ভালবাসা! ভালবাসা! মিছা ছদ্মবেশে প্রাণ হারালে! না—না, ভালবাসা ত জীবিত নাই, ভালবাসা যে স্বর্গে। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি নাকি? একি? আমার মস্তিষ্কের বিভ্রম হচ্ছে, আমি কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না।

আনন্দ। নাথ! আমিই তোমার ভালবাসা!—আমি তোমার সাধের ভালবাসা; তোমার প্রাণের ভালবাসা!—আর তাতে সংশয় নাই। আমি যাই, ক্ষতি নাই, তুমি কিন্তু পারুলকে পেলে না, এই কষ্ট আমার রযে গেল। পারুল আমার ছোট বোনের মত। পারুল তোমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। তা না হ'লে পারুলকে তোমায় দিয়ে যেতেম।

মলিন। ভালবাসা! ও কথা বলে আর যন্ত্রণা দিও না, আমার যন্ত্রণায় প্রাণ পুড়ে ছার-খার হয়ে গেল, আমি কোথায় যাব, কি কর্‌বো, ভালবাসকে কি আর পাবো না? (ভালবাসার চরণে পতিত হইয়া) ভালবাসা! ভালবাসা! আমায় ক্ষমা কর—আমি পাপী—আমি ঘোর নারকী—আমি পিশাচ, তোমায চিন্‌তে পারিনি। মৃগনাভির মত আপনার গন্ধেই আপনি আকুল হয়ে সঙ্গে সঙ্গে থেকেও বুঝ্‌তে পারিনি। ভালবাসা! কি হবে, কি কর্‌লে তোমার প্রাণ বাচাতে পারি। হায়! হায়! ভালবাসা! কেন হতভাগ্যকে স্বামী বলে নিয়ে ছিলে? কেন আমার মরণ হোলোনা। উহু! আমার প্রাণের ভিতরটা যে হু হু করে পুড়ে গেল। হায়! ভালবাসা কেন তুমি চন্দন-তরু ভ্রমে বিষতরুতে আশ্রয় নিয়ে ছিলে? একন কষাইয়ের হাতে প্রাণ বিকিয়ে ছিলে?

আনন্দ। প্রাণের—স্বামী-ই—আমার—ওঠ ওঠ, ছি—ছি। অমন কবোনা, আমি যাই ই—সুখে যাই। পারুল,বোন আমার। আমার স্বামীকে শান্তনা কর, তাঁর চবণধূলি আমার মাথায় দাও, আমি সুখে মব্‌ছি– আমার স্বামীব কোলে—আমাব মাথা তুলে দাও;—আমি তাঁর মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরি?—আমাব সব সাধ মিটেছে!—আমি যাই।

মলিন। ভালবাসা! ভালবাসা' যাবে কোথা? আমায় ফেলে যাবে কোথা? পাপী পিশাচ পতি বলে পায়ে ঠেলোনা— আমিও তোমার সঙ্গে যাব। দাঁড়াও—দাঁড়াও, আমিও যাব! যাব!! যাব!!! তোমাব সঙ্গে যেতে পাব্‌বোনা জানি, তবু যাবো—তবু যাবো। তুমি পুণ্যবতী সতী স্বর্গে যাবে, আমি জানি আমাব নরকে স্থান, তবু আমি যাব যাব। হায়! হায়!! হায়!!! কি হ'ল।

আনন্দ। নাথ! তোমার দোষ নাই, আমিই দোষী, তাই শাস্তি পেলেম; তাই তাব প্রাযশ্চিত্ত হোলো।

মলিন। আর কি হবে, যা'হ'বার তাই হয়ে গেল, প্রাণ আমার শ্মশান হয়ে গেল, আপনাব পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করে অশেষ যন্ত্রণা পাচ্ছি।

আনন্দ। উঃ! বড় যন্ত্রণা! বড় তৃষ্ণা! জল—

পারুল। আমি জল আন্‌ছি।

[প্রস্থান।

মলিন। ওহো! সতীর প্রাণ আমি কেড়ে নিলেম, আমি নরহন্তা, আমি পাপী, চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন। ঐ! ঐ! যমদূত আমায নিতে আস্‌ছে। নাও! নাও! আমায় ধর, শীঘ্র বধ

কর; আমি স্ত্রীহত্যার পাতকী, সরে এসেছি, আমায় ধর, যা কর্‌বার কর। বড় যন্ত্রণা! বড় যন্ত্রণা! কোথায় যাব! কোথায় নিয়ে যাবে! নরকে? না না, সেথায় আমি যাব না। আমি ভালবাসার সঙ্গে যাব; যেতে দেবে না, কথা শুন্‌বে না, উহু প্রাণ যায়! বড় যাতনা, হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে। ভয় নাই! ভয় নাই! ভালবাসা আছে! এই যে আমার ভালবাসা হায়! হায়! এ দৃশ্য যে আর দেখ্‌তে পারিনি?

(জল লইয়া পারুলের প্রবেশ।)

পারুল। রাজকুমার! ধৈর্য্য ধরুন্।

আনন্দ। প্রাণনাথ! আমি যাই! চাঁদমুখে একবার বিদায় দাও। পারুল! আমি যাই, আমার স্বামী রইলো, দেখো ভাই!

মলিন। তুমি যাবে, তবে কি আমি থাক্‌বো।

আনন্দ। নাথ! জ—ন্মে—র—মত—আমায়—বিদায় দা—ও। (মৃত্যু)

পারুল। একি! একি! ভালবাসা আর নাই! দিদি আমার কোথায় গেল?

মলিন। ভালবাসা! আমায় ছেড়ে যাবে কোথা? এই দেখ, তোমার সঙ্গে যাই।

(নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত)

পারুল। রাজকুমার! রাজকুমার! ও কি কর, ও কি কর, আত্মহত্যা করো না।

মলিন! বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা, ভালবাসা কোথায়? একবার দেখে যাও, পত্নীঘাতীর শেষ দশা দেখে যাও।

(দ্রুতবেগে মুকুলের প্রবেশ।)

মুকুল। পারুল! পারুল! একি ভীষণ দৃশ্য! হায়! হায়! কে এমন কর্‌লে! একি! দাদা, দাদা! তোমার এই দশা! পারুল! তবে আর আমি কেন?

পারুল। নাথ! তুমি কি বল? আমার যে ভয় হচ্ছে, এ সব দেখে শুনে আমার মুখে কথা সর্‌ছে না!

মলিন। উঃ! উঃ! মুকুল! এ অভাগার মুখ দেখো না, আমি তোমায় পাগল ক'রে, রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত করেছিলেম, আমি মহাপাপী, আমি স্ত্রী হন্তা! মুকুল! আর লজ্জা দিও না, দুঃখ করো না, আমি যাই, আমার সকল পাপের এতদিনে প্রায়শ্চিত্ত হোলো।

মুকুল। দাদা! দাদা! তুমি চলে গেলে, আমি কোথা থাক্‌বো, এত দিন তুমি ছিলে, বুকে সাহস ছিল; আর যে তা' রইল না। শূন্যপ্রাণে আর আমি কোথায় থাকবো, দাদা আমি ত পাগল, পারুলের প্রেমে পাগল। দাদা! আমার দ্বারা ত পিতা-মাতার নাম থাক্‌বে না। দাদা! আমায়ও সঙ্গে নিযে যাও, আমিও যাই।

মলিন। মুকুল! ভাই আমার! ওরে, প্রেম ছিঁড়ে ফেল, ভালবাসা ছুড়ে ফেলে দাও। এ জগত ভালবাসার স্থান নয়, ভাল-বেসে, এখানে কখন সুখী হওয়া যায় না; কেউ কখন সুখী হ'তে পারেনি। ভালবাসা স্বর্গীয়, এ জগতে এসে তা' কলুষিত হযে যায়; সে স্বর্গীয ভাব আর থাকে না। ওরে ভালবেসে বড় কষ্ট পেয়েছি, ভালবাসার এই ফল দাঁড়িয়েছে, দেখে শিখে নাও ভাই।

মুকুল। দাদা! আর আমার কিছুই কাজ নাই, আমি তোমার সঙ্গে যাই, সব শেষ হয়ে যা'ক।

মলিন। হায়! হায়! রাজ্য ছারেখারে গেল, পিতা-মাতার নাম ডুবিল, ছুটো ভাই-ই প্রেম নিয়ে জগতে এসেছিলেম। ভালবাসা ভালবাসা করে, প্রেম প্রেম করে, শেষে সব হারালেম। মুকুল! ভাই আমার! এখনো বলি, যাও স্বদেশে যাও, রাজত্ব করগে, পিতা মাতার নাম ডুবিও না; আমার দ্বারাত কিছু হোলো না। ভাই! আমি যাই।

(দ্রুতবেগে আট দশ জন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম। ওরে! এই যেরে এখানে রয়েছে, ধর্ ধর্, মার্ মার্। (হস্ত ধারণ)

পারুল। একি! নাথ! একি! আমার প্রাণ যে এদের দেখে শুকিয়ে যাচ্ছে।

২য়। ওরে ভাল করে বাঁধ।

৩য়। বাঁধা বাঁধি আর কেন, একবারেই সাবাড় করে দেনা।

৪র্থ। তা নাত আর কি! এদের সঙ্গে ত আর লড়াই কর্ত্তে হবে না।

মুকুল। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, কে তোমরা? কেন আমায় বাঁধ্‌ছো, কার আদেশে এমন কর্‌ছো।

২য়। আমরা ঘাতক, অযোধ্যার রাজার আদেশে তোমায় বধ কর্‌তে এসেছি, বুঝ্‌লে?

পারুল। কি! কি! আমার প্রাণনাথকে বধ কর্‌বে, হায়! হায়! শেষে এই কপালে ছিল। (মূর্চ্ছা)

মলিন। মুকুল! এরা সব কে? তোমায বধ কর্‌বে কেন?

মুকুল। অযোধ্যার রাজা! অযোধ্যার রাজা!! অযোধ্যার রাজা!!! কে? কে? কে? মিথ্যা কথা বল্‌ছো, ঐ দেখ অযোধ্যার রাজার কি অবস্থা।

১ম। আমরা সত্য বল্‌ছি, বিশ্বাস হয কর, আর ত এখনই মর্‌তে হবে, ও সব চিন্তা কেন?

৩য়। দেরি কর্‌ছিস কেন? এখনি রাজা মশাই স্বচক্ষে মৃতদেহ দেখতে আস্‌বেন। তখন না দেখাতে পার্‌লে আমরাও মারা পড়্‌বো।

মলিন। এসব—কি? আমি—ই বুঝ্‌তে পারছি না, আঃ! প্রাণ যায।

মুকুল। পারুল। পারুল! আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে! তুমি থাক, আমি যাই।

পারুল। প্রাণনাথ। আমি তোমার যাবার আগে আত্ম-হত্যা কর্‌বো।

১ম। আর দেরী কেন? মর্‌বার জন্য প্রস্তুত হও।

২য। হাঁ! হা! শীঘ্র শীঘ্র শেষ করে ফেল, গোল চুকে যাক।

৩য়। (অসি উত্তোলন করিযা) আয নরাধম, তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

(বধ করিতে উদ্যত)

পারুল। ওরে ওরে! (পদতলে পতিত হইয়া) আমার স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি, আমায বধ কর, আমায বধ কর।

মলিন। মুকুল! তোরে মার্‌বে! উঃ! উঠ্‌তে পাচ্ছি না যে।

তা' না হ'লে দেখ্‌তেম। মুকুল! আমায় হাত ধরে টেনে উঠিয়ে দাও, দেখি, কে তোমায় আঘাত করে।

৪র্থ। আরে! এটা কেরে, মর্‌তে মর্‌তে কথা কইছে।

৫ম। (মলিনের নিকটে যাইয়া পদাঘাত করিয়া) হা—হা—হা! তোর এত জোর?

(এক ঘা অসির দ্বারা আঘাত)

মলিন। মুকুল রে! গে—লা—ম! (মৃত্যু)

মুকুল। আরে পাপিষ্ঠ! কি কর্‌লি, এত অত্যাচার সহ্য হয় না। খোল্ আমার বন্ধন খোল্! দেখি, তোদের কত ক্ষমতা! এখনো ক্ষত্রিয়-শোণিত আমাতে প্রবাহিত হচ্ছে।

(রাজবেশে মনোহরের প্রবেশ।)

মন। এ সব কি? কে এদের হত্যা কর্‌লে? কেন এখনো এর প্রাণবধ হয়নি।

মুকুল। এতক্ষণে বুঝ্‌তে পাল্লেম। মনোহর! সখা! রাজা হও ক্ষতি নাই, কিছু বল্‌ছিনি, কিছু বোল্‌বো না, কিন্তু মনোহর! পায়ে ধরে জিজ্ঞাসা করি, কি দোষে আমি দোষী, এ প্রাণের উপর কেন ও কঠিন অসি উত্তোলন করেছ। মনোহর! আমার কোন বন্ধু ছিল না, তুমিই আমার প্রথম বন্ধু, আমার বিপদকালের বন্ধু মনোহর! আমি বনে বনে, পাগল হয়ে কেঁদে বেড়াতেম, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে কত যত্ন কর্‌তে, কত বুঝাতে, মনোহর সে সব কথা স্মরণ কর, তোমার হাত হ'তে তরবারি আপনি পড়ে যাবে। মনোহর! বন্ধুত্বের এরূপ অসৎ নিদর্শন আমার প্রাণের কাছে দেখাইও না। মনোহর! তুমি ত জান, আমি প্রেমে পাগল,

প্রেম পাবার জন্যে রাজ্য ত্যাগ করেছি। মনোহর! আমার ওপর অবিশ্বাস রেখো না, আমি রাজ্য আর নেবো না, আমি রাজত্বের চেয়ে এতে বেশী সুখ পাই। মনোহর! তা' ছেড়ে আমি যাব কেন? মনোহর! তবু না বিশ্বাস হয়, এস তুমি লেখাপড়া করে নাও, তুমি যা' চাও, তাই করি। এস, তুমি যা বল, তাই করি। মনোহর! তা'তেও না বিশ্বাস হয়, আমাদের নির্জ্জন-কাননে ছেড়ে দিয়ে এস, যেখানে মানুষের ছায়া খেলা করে না, যেখানে মানুষের নিষ্ঠুরতা পঁহুছায় না, সেখানে রেখে এস, আমরা সুখে থাক্‌বো, আর আস্‌বো না। মানুষকে বুঝ্‌তে পেরেছি, মানুষের সঙ্গে আর বেড়াব না। মনোহর! তোমায় দেখে আমার প্রাণে বড় ভয় হচ্ছে, তোমার চোখ আমায় বলে দিচ্ছে যে, "তোর প্রাণের হেথায় বলি হবে।" মনোহর! আবার বলি শোন, তোমার কিছুতে না বিশ্বাস হয়, আমাদের চিরকালের জন্য কারাগারে রাখ। মনোহর! আর কিছু বল্‌বো না, একটা শেষ কথা বলি শোন, আমার একবার বন্ধন মোচন করে দিতে বল। মনোহর! তোমার গলা জড়িয়ে একবার প্রাণ-ভরে কাঁদি, তোমার বুক বয়ে আমার অশ্রু ঝরে যাবে, তার সঙ্গে তোমার কঠিনতাও ধুয়ে যাবে। মনোহর! তখন তোমার আর আমার প্রাণবধের ইচ্ছা থাক্‌বে না।

(মনোহরের হস্ত হইতে অসি পতন)

প্রে। রাজা হৃদয় কঠিন কর, রাজার অত কোমল প্রাণ হ'লে রাজ্য থাক্‌বে না। তা' হলে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে বনে চলে যাও।

মন। (মুক্তার মালা সৈনিককে প্রদান) সৈনিক! হৃদয়ে তুমি আজ অপূর্ব্ব সাহস দিলে, এই তরবারি নিলাম, দেখি—

পারুল। মনোহর! তোমার প্রাণে মমতা নাই, তোমার কঠিন হস্ত যেকালে শাণিত তরবারি নিয়েছে, তখনই বুঝেছি। কিন্তু মনোহর! তোমার চরণে আমি পতি-ভিক্ষা নিচ্ছি। মনোহর! তোমা হ'তেই আমি পতি পেয়েছি, আজ তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় হয়ো না।

মন। তোর আমি প্রাণবধ কর্‌বো না।

পারুল। তবে তুই কখন আমার স্বামীকে, আমার সম্মুখে বধ কর্‌তে পারবিনি। নরাধম! তোর নরকও তোকে দেখে শিহরে উঠ্‌বে। দেখি, সতীর নিকট হ'তে পতিকে কে কেড়ে নিতে পারে?

মন। পাপীয়সী! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা।

(তরবারি দ্বারা আঘাত করণ)

মুকুল। মনোহর! কি কর্‌লে, কি কর্‌লে, আর জীবনে প্রয়োজন নাই। নাও, নাও ভাই! আমারও প্রাণ নাও।

পারুল। নাথ! চল্লেম, আবার দেখা হবে।

মুকুল। পারুল! পারুল! দাঁড়াও, আমিও যাই, আমাদের প্রাণের বন্ধন কেহ ছেদন কর্‌তে পার্‌বে না, নাও ভাই মনোহর! আমায়ও বধ কর, আমাদের ভয় কি, আমাদের আবার দেখা হবে।

মন। ঘাতুকগণ আর কেন? শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেল।

(মুকুলকে তরবারি দ্বারা আঘাত)

মুকুল। সখা; বিদায় দাও, যাই।

মন। আর নয়, আর নয়! আমার প্রাণ গেল, আমি পাগল।

[বেগে প্রস্থান।

সৈনিকগণ। ওরে চল চল রাজাকে বুঝাই গে।

(মালার প্রবেশ।)

মালা। একি! সখি কোথায়? একি! এ দশা কে কর্‌লে? এ যে শশ্মান দেখ্‌ছি! ওহো! ভালবাসার প্রেমের এই পরিণাম, যা ভেবেছিলাম, তা'ই হোলো।

(ক্রন্দনস্বরে গীত।)

অকালে শুকাল ভালবাসার আশা;
ভালবাসি বাসি মনে করি মিটিল না পিয়াসা।
ভালবাসার "মলিন মুকুল" ফুটে উঠে হোলো না ফুল;
প্রাণে রয়ে গেল স্থধু অফুট সে ভালবাসা।

সখি গেল আর কেন? ভালবাসা ছাড়া মালা কোথায় থাক্‌বে।

গীত।

ভালবাসা গেল, মালা এখন থাক্‌বে কোথায় আর;
ভালবাসা থাক্‌তো যখন, মালা তখন ছিল তার।
ভালবাসা চলে গেল, মালার মন মলিন হোলো;
এখন মালা মলিন মুখে দাঁড়াবে কার কাছে আর।

সখি! আমিও যাই। আমার মরণের জন্য আর তরবারির আবশ্যক নাই। আমি তোমার পাশে, যেমন শোবো, অমনি মর্‌বো। মালা আপনি শুকিয়ে যাবে।

গীত।

আজি সখি ত্যজি প্রাণ পরাইবে অশ্রুহার,
জীবন ফুরায়ে এল, ভালবাসার সাধ মিটিল।
চলিনু জনম তরে, পুন যেন হই তোমার
ফুরাল আশারি আশা আজি গো মালার।

যবনিকা পতন!

সম্পূর্ণ।